ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 March, 2023 ■ আগরতলা ১৬ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ১ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রতীমা, থাকছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বেই

বুধবার প্রোটেম স্পিকারের কাছে বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন প্রতীমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী থেকে গেলেন প্রতিমা ভৌমিক। তাই, ওই নির্দেশ মেনে আজ তিনি বিধায়ক পদে পদত্যাগ করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রোটেম স্পিকারের হাতে তিনি পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছেন। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ধনপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। প্রোটেম স্পিকার বিনয় ভূষণ দাস তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। গত ২ মার্চ ভোটের ফলাফলে বিজেপি ত্রিপুরায় পুণরায় সরকার গঠন করেছে। এখন বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ নিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশ মেনেই আজ প্রোটেম স্পিকারের কাছে পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছি, বলেন তিনি।

এদিন তিনি পদত্যাগের পর সামাজিক মাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে ধনপুর কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়েছি। ধনপুর আমার শুধু জন্মভূমি নয়, প্রথম কর্মভূমিও। ১৯৯৮ সালে ধনপুর থেকেই প্রথম বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। তবে, জয়ী হতে পারিনি। পুণরায় ২০১৮ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলাম। কিন্তু, এবার ধনপুরবাসী মন উজাড় করে ভোট দিয়ে আমাকে বিধায়িকা বানিয়েছেন। কিন্তু, আজ বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করলেও ধনপুরবাসীর পাশে সর্বদাই থাকব, আশ্বাস দেন তিনি।

এদিকে, প্রতিমা ভৌমিকের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে প্রোটেম স্পিকার বিনয় ভূষণ দাস বলেন, একই সাথে দুইটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির পদে থাকা সম্ভব নয়। প্রতিমা ভৌমিক বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ঠিকই, কিন্ত তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও রয়েছেন। তাই, তিনি বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

ধনপুর কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন যীষ্ণু দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন যীষ্ণু দেববর্মা। তিনি সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে চড়িলাম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই কেন্দ্রে তিপ্রা মথা প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি।

এদিকে, ধনপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতীমা ভৌমিক। কিন্তু, প্রতীমা ভৌমিক বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। জানা গিয়েছে তিনি কেন্দ্রীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪ মার্চ শুরু হচ্ছে বিধানসভা অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ২৪ মার্চ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। অধিবেশন বসবে তিন দিন।

অধিবেশনের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ প্রথম অনুষ্ঠিত হবে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচন। তারপর শুরু হবে অধিবেশনের মূল কাজ। ২৫ ও ২৬ মার্চ অর্থাৎ শনি ও রবিবার অধিবেশন বসবে না। যথারীতি ২৭ ও ২৮ মার্চ বসবে অধিবেশন। ২৪ মার্চ অধিবেশনের শুরুতে ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের ভাষণের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলসীমুড়ায় স্কুলের শৌচালয়ে বিস্ফোরণে ছাত্র গুরুতর, উদ্ধার চারটি তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৫ মার্চ।। স্কুলের শৌচালয়ে দেশী বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছে এক ছাত্র। বুধবার দুপুরে বক্সনগর কলসীমুড়াস্থিত নগর হাই স্কুলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে আরও পাঁচটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। বর্তমানে আহত ছাত্রটি জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে।

বিদ্যালয়ের জনৈক করণিক জানিয়েছেন, বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ নগর হাই স্কুলের পুরনো বিল্ডিংয়ের পরিত্যক্ত শৌচালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র প্রাকৃতিক কাজ করতে গিয়ে একটি ব্যাগ দেখতে পায়। ছাত্রটি কৌতুহল বসত ব্যাগে থাকা বোমা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ছাত্রটি গুরুতর আহত হয়। আহত ছাত্র কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মুসলেম মিয়ার ছেলে তাইফুর রহমান বলেজানিয়েছেন তিনি। ওই বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ও ছাত্রটির চিৎকার শুনতে পেয়ে স্কুলের শিক্ষকরা ছুটে যান। খবর ছুটে আসে এলাকার ও পরিবারের লোকজনও। তড়িঘড়ি পরিবারে লোকজন তাকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, ব্যাগের মধ্যে মোট পাঁচটি দেশী বোমা পাওয়া গেছে। এদিকে, কলমচৌড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে বোমা উদ্ধার করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত স্কুলছাত্র হাসপাতালে ভর্তি।

শপথ নিলেন প্রোটেম স্পিকার বিনয় ভূষণ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার (প্রোটেম) হিসাবে আজ বুধবার শপথ গ্রহণ করেন ত্রয়োদশ বিধানসভার জয়ী সদস্য বিনয় ভূষণ দাস। তিনি পানিসাগর কেন্দ্র থেকে পুণরায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন রাজভবনের দরবার হলে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার সদস্য রতনলাল নাথ, প্রণজিৎ সিংহ রায়, সুশান্ত চৌধুরী, টিংকু রায়, সান্ত্বনা চাকমা, বিকাশ দেববর্মা ও শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে ও এডিজি সৌরভ ত্রিপাঠি। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ স্পিকার (প্রোটেম) বিনয় ভূষণ দাসকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

শপথ নেওয়ার পর স্পিকার (প্রোটেম) বিনয় ভূষণ দাস বলেন, প্রথা অনুযায়ী আজ আমি শপথ নিয়েছি। আগামী ১৬ ও ১৭ মার্চ নবনির্বাচিত বিধায়করা শপথ নেবেন। ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন তিনি।

বাড়িতে ঢুকে পেট্রোল বোমায় অটো পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতিকারীরা

সোনামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণে একটি অটো রিকশা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনা মঙ্গলবার গভীর রাতে। বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসে মেয়ে ও জামাতার চরম সর্বনাশ হল। ঘটনা সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে বাড়ির গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে বাড়িতে রাখা জামাতার অটোতে পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণ করে দুষ্কৃতীরা।

বিকট আওয়াজে পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। ঘর থেকে বের হয়ে তারা দেখেন অটোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ততক্ষণে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অটোটি। ক্ষতিগ্রস্ত অটোর মালিকের নাম কমল বৈদ্য। ঘটনার বিবরণে জানা যায় স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে কোমল বৈদ্য তার শশুর শ্যামল মজুমদারের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। শ্যামল মজুমদার এলাকায় বাম সমর্থক বলে পরিচিত।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কমল বৈদ্যর স্ত্রী আকস্মিক এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন বাপের বাড়িতে মেয়ে ও মেয়ে জামাই সব সময় সুরক্ষিত থাকার কথা। এলাকার মেয়ে হিসেবে এলাকাবাসীর কাছে এটাই সকলে প্রত্যাশা করে থাকেন। কিন্তু বাপের বাড়িতে এসে এ ধরনের ঘটনা তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি।

লাউগাঙে নদীতে উদ্ধার সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ মার্চ।। শান্তির বাজার লাউগাং নদী থেকে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যাবেলায় শান্তির বাজার মহাশ্মশান সংলগ্ন এলাকায় লাউগাং নদীতে এক সদ্যজাত শিশুর দেহ ভেসে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশের স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা থাকা দরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশের স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা থাকা দরকার। তাছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের বিনয়ী হতে হবে। সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। ছাত্রজীবন থেকেই এই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এটাই ছাত্রজীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। তাহলেই মানব জীবনে সার্থকতা আসবে।

আজ সচিবালয়ে ২নং কনফারেন্স হলে মাদ্রাজ আইআইটি সহ তামিলনাড়ুর বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য একথা বলেন। ছাত্রছাত্রীদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মতবিনিময়ের সময় তামিলনাড়ুর বিভিন্ন কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা, ত্রিপুরা এনআইটি'র ডিন ড. আর এস পানুয়া, প্রফেসর (ড.) আর এন রাই, এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা প্রফেসর হরিশ কুমার শর্মা সহ মাদ্রাজ আইআইটি-র অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জীও উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছে দেশ গড়ার মূল কারিগড়। আগামী দিনে আজকের ছাত্রছাত্রীরাই দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইমরানকে গ্রেপ্তারে পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করল লাহোর হাইকোর্ট

ইসলামাবাদ, ১৫ মার্চ।। তোশাখানা মামলায় জামিন অযোগ ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে। হেলিকপ্টারে করে পুলিশ গ্রেফতার করতে এলেও তাঁর নাগাল পাওয়া গেল না। কারণ ইমরান খানের বাড়ি পিটিআই সমর্থকেরা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখায় পুলিশ প্রবেশ করতে পারেনি। লাহোর হাইকোর্টের তরফ থেকে পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। হাইকোর্ট বলেছে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত পুলিশের অপারেশন বন্ধ রাখার জন্য।

একদিকে পুলিশ যেখানে ইমরান খানকে গ্রেফতার করতে গিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, সেই সময়ই আবেগঘন ভিডিয়োবার্তা দিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার বিকেলে ইমরান খান ভিডিয়োবার্তা প্রকাশ করে বলেন, "যদি আমাকে গ্রেফতার করা হয় বা খুন করা হয়, তবুও আপনারা নিজেদের অধিকারের জন লড়াই করে যাবেন।" ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি বিবাদকে রাজনৈতিক রং দেয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। জায়গা ভাড়া দিয়ে বিপাকে জায়গার মালিক। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ভাড়াটিয়া জায়গা জবরদখল করে রেখেছে দীর্ঘ বছর ধরে। এ নিয়ে আদালত পর্যন্তও মামলা গড়ায়। পরবর্তীতে ওই ভাড়াটিয়াকে জায়গা দখল মুক্ত করার জন্য একাধিকবার আদালতের নোটিশ দেওয়ার পরেও ওই ভাড়াটিয়া জায়গা দখলমুক্ত করেনি বলে জানায় এলাকাবাসীরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতায় কৈলাসহরে পুড়ল আগর বাগান, শান্তিরবাজারে মুরগির ফার্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর/শান্তিরবাজার, ১৫ মার্চ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আগর গাছের বাগান। ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনেই পুড়েছে বাগানটি। মঙ্গলবার গভীর রাতে কৈলাশহর ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা আব্দুল হাদীরের আগর গাছের বাগান আগুনে পুড়ে গেছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইরানি থানার পুলিশ সহ টি এস আর বাহিনী। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ আনুমানিক একান্ন হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ মালিক।

ঘটনার বিবরনে আব্দুল হাদীর জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে এলাকার বাসিন্দারা বাগানে আগুন লাগার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। এলাকাবাসীর চিৎকার চেচামেচিতে ছুটে আসে আব্দুল হাদীর ও তাঁর পরিবারের লোকজনরা। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে কৈলাশহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। এলাকাবাসী ও দমকল বাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইরানি থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক একান্ন হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে ওই আগর বাগান। অবশ্য, এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে বাগান মালিক কিছুই বলতে পারেননি।

এদিকে, শান্তিরবাজারে অগ্নিকান্ডে পুরে ছাই মুরগির ফার্ম। বুধবার ভোর আনুমানিক ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় বিমল দত্তের মুরগির ফার্মে অগ্নি সংযোগ ঘটায় দুষ্কৃতিকারীরা। অগ্নিকান্ডে মুরিগার ফার্মে থাকা মুরগি পুরে ছাঁই হয়ে যায়। এই অগ্নিকান্ডের বিবরণ জানাতে গিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষী, আগরতলায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু, প্রথম দিন শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আজ বুধবার থেকে শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায় মোট ৬৪টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করার সংবাদ পাওয়া যায় নি।

আজ নতুন সিলেবাসের উচ্চতর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজির ইংরেজি পরীক্ষায় ৩৩,৩৭৪ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। তার মধ্যে ছাত্র ১৫,৫৫২ জন ও ছাত্রী ১৭,৮২২ জন রয়েছেন। তবে, ছাত্র ১২৩ জন ও ছাত্রী ১৭৭ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ছিল ৯৯.১০ শতাংশ।

পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা আজ আচার্য প্রফুল চন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যামন্দির, বোধজং বয়েজ, বোধজং গার্লস, প্রাচ্যভারতী উচ্চতর বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, কামিনী কুমার স্মৃতি মেমোরিয়্যাল, বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল বিদ্যালয়, পর্ষদ উপসচিব সুভাশিস চৌধুরী আমতলী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় ফসল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার নারায়ণপুর দেবনাথ পাড়ায় কৃষকের জমিতে আগুন ধরিয়ে ফসল নষ্ট করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তাতে অসহায় হয়ে পড়েছে কৃষক পরিবার। মঙ্গলবার দিন দুপুরে গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর দেবনাথ পাড়ার বাসিন্দা চাষী লক্ষণ দেবনাথের দেড় কানি ফসলের জমিতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে চাষী লক্ষণ দেবনাথ ছুটে গিয়ে অনেক চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কিন্তু ততক্ষনে ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মিষ্টি কুমোর, লাউ সহ বিভিন্ন জাতের ফসল দুষ্কৃতিকারীরা লুটপাট করে নিয়ে যায়। এমনকি জমিনের স্টোর রুমের ঘর ভেঙ্গে স্প্রে মেশিন, দা, কোদাল, সার, বীজ, ওষুধ সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। চাষীর লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানান। ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান ভারতীয় জনতা পার্টি রাইমাভ্যালী মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়ো বেতনের দাবীতে কর্মবিরতি শুরু সাফাই কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ মার্চ।। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে সাফাই কর্মীরা। সঠিক বেতনের দাবিতে বুধবার সকালবেলা থেকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতীতে নামল সাফাই কর্মীরা।শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে সাফাই কর্মীরা।

বর্তমানে জেলা হাসপাতালে ২৫ জন সাফাই কর্মী রয়েছে। উনাদের অভিযোগ কে ডি এস কোম্পানি উনাদের প্রায় আরাই মাসের মতো বেতন দিচ্ছেনা। সাফাইকর্মীরা জানান উনারা বিগত অনেক বছর যাবৎ জেলা হাসপাতালে কাজ করে যাচ্ছেন। উনারা এখনও সঠিকভাবে জানেন না উনাদের মাসিক বেতন কত। উনারা সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানান, যত দিন পর্যন্ত উনাদের দাবি মেনে না নেওয়া হবে ততদিন পর্যন্ত উনারা কর্মবিরতী করবেন। এখন দেখার বিষয় সাফাইকর্মীদের দাবী পূরনে কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৫৪ ▫১৬ মার্চ ২০২৩ইং ▫ ১চৈত্র ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সভ্যতার কলঙ্ক

সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশই অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছে। যান্ত্রিকতা নির্ভর অবস্থা হইতে আমাদেরকে মুক্ত করিতে হইবে। অবক্ষয়ের করুণ দশা হইতে সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে হইবে। অনথায় মানুষ হিসেবে আমাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হইল মানুষ। মান এবং হুশ আছে বলিয়াই আমরা মানুষ। যাহাদের মান এবং হুশ নাই তারা নিশ্চয়ই অমানুষ অমানবিক। চলন্ত গাড়ির পিছনে কুকুরছানাকে বাধিয়া নিয়া যাওয়ার দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হইতে মর্মাহত করিয়াছে রাজ্যবাসীকে। এ রোমহর্ষক ঘটনাটি লক্ষ্য করা গিয়াছে দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে। একটি ম্যাক্স গাড়ির পিছনে অবলা প্রাণীটিকে দড়ি দিয়া বাধিয়া নিয়া যাওয়ার মত ঘটনা হয়তো রাজ্যে বিরল। এরকম মর্মাহত দৃশ্য দেখিতে পাইয়া জাতীয় সড়কের উপর পথ চলতি পশুপ্রেমীরা হতবাক হইয়া যায়। সাব্রুমের শহরের বিশাল সিং নামে এক পশুপ্রেমী আগরতলা থেকে সাব্রুমে যাওয়ার সময় জোলাইবাড়ি পিলাক রাস্তার কিছু পথ আগে দেখিতে পায় এই দৃশ্যটি। এই দৃশ্যটি সহ্য করিতে না পারিয়া সাহসিকতা দেখাইয়া ম্যাক্স গাড়িটি থামাইয়া চালকের সাথে কথা বলেন কেন সারমেয়টিকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হইতেছে। চালক উত্তরে বলে এটা তার ইচ্ছা। তাহার পর ম্যাক্স গাড়ি চালকটি দ্রুত গতিতে কলাছড়া বাজার পর্যন্ত আসিয়া হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। খবরটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়াইয়া পড়িতেই পশুপ্রেমীরা থানায় মামলা গায়ের করেন। অভিযোগ মূলে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে একজনকে। সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের অমানবিক ঘটনা নেটিজনদের নজর কাড়িয়াছে। এই ঘটনায় সর্বত্র নিন্দার ঝড় উঠিয়াছে। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা কেউ মানিয়া নিতে পারিতেছেন না। অবশ্য ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হইয়াছে। আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করিবার কৌশল নেওয়া শুরু হইয়াছে। গাড়ির পিছনে বাঁধিয়া যে কুকুরটিকে নিয়া যাওয়া হইয়াছে সেটি নাকি মৃত কুকুর ছিল বলিয়া দাবি করা হইতেছে। সত্য মিথ্যা যাচাই খলিফার যথেষ্ট রাস্তা রহিয়াছে। আসল সত্য উন্মোচন করিয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিও উঠিয়াছে। তর্কের খাতিরেও যদি বলা হয় কুকুরটি মৃত ছিল, তারপরও এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে যে, কুকুরটি মৃত হইলেও এইভাবে প্রকাশ্যে একটি গাড়ির পেছনে বাঁধিয়া দীর্ঘ পথ টানিয়া নিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার কারুর থাকিতে পারে না। এ ধরনের কার্যকলাপ কোন ভাবে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। মৃতদেহ সৎকার করিবার নানা নিয়মকানুন রহিয়াছে। কুকুর গরু ছাগল ভেড়া যাই হোক না কেন মৃতদেহ এইভাবে কোন গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া টানিয়া নিয়ে যাওয়ার কোন বৈধতা নাই। এই ধরনের অমানবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে এই ধরনের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা থাকিবে। পশুপ্রেমী এবং সচেতন নাগরিকরা এই ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে সাধুবাদ জানাইবার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আরো সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার শুধু মানবজাতির একার নয়। পশু পাখি কীট পতঙ্গ সহ সমস্ত জীব বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য একদিকে যেমন মানবতাবাদী মানুষজনকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে ঠিক তেমনি আইনে সংস্থানকে যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই এই ধরনের অমানবিক কাজকর্ম ঠেকানো সম্ভব হইবে। মানুষ হিসেবে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। অন্ধ তাই সমাজ ব্যবস্থা আরো অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইবে। সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার স্বার্থেই এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

বিদেশের মাটিতে দেশের অপমান করে কংগ্রেস, এই দলের কথা বলার অধিকার নেই : নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ রাই। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, নির্বাচন আসছে তাই তাঁদের কিছু তো করতে হবে। তাঁরা দেশের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে অসম্মান করে, এটা খুবই অন্যায়। এই দলের কথা বলার অধিকার নেই। তাঁরা গণতন্ত্রকে অসম্মান করে এবং বিদেশে দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে। কংগ্রেস দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে।

এদিনই কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'আমরা আদানি ইস্যু তদন্তের জন্য একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র দাবি করেছি। যাইহোক, বিজেপি জেপিসি চায় না কারণ এটি দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে আনবে এবং তাঁদের আসল চেহারা প্রকাশ করবে। তাঁরা যখন বিরোধী দলে ছিল তখন জেপিসি চেয়েছিল, এখন তাঁরা ভয় পাচ্ছে।' অধীরের এই কথার প্রেক্ষিতে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, কংগ্রেসকে থামানোর দরকার নেই আমাদের। আমরা এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমরা পিছপা হব না, কারণ আমরা দেশের জন্য ভালো সরকার। এমনকি আমরা কাউকে ভয় পাই না। বিরোধী দলের সমস্যা সবাই বোঝেন।

স্বচ্ছতাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, স্থগিত পরীক্ষা শীঘ্রই নেওয়া হবে : মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ১৫ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হলেই মঙ্গলবারের স্থগিত হওয়া কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে। বুধবার জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, স্বচ্ছতাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, স্থগিত পরীক্ষা শীঘ্রই নেওয়া হবে। তিনি বলেন, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে এবং স্বচ্ছতাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, স্বচ্ছতায় কোনও আপস করা হবে না।এক প্রশ্নের জবাবে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেন, জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ৪৭ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, নিরাপত্তা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি অপরিহার্য দিক। এছাড়াও পর্যটন, যুব ক্ষমতায়ন, এবং শিক্ষার বিষয়ে আমরা মনোনিবেশ করছি। আমরা শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুনের সূচনা করছি।

২০২১-২২ সালে কয়লার চাহিদা আগের বছরের তুলনায় ১৩.৪৪ শতাংশ বেড়েছে : প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): ভারতে ২০২১-২২ সালে কয়লার চাহিদা আগের বছরের তুলনায় ১৩.৪৪ শতাংশ বেড়েছে। বুধবার সংসদে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ঘরোয়া কয়লা উৎপাদন আগামী কয়েক বছরে বার্ষিক ৬ থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে, যা ২০২৯-৩০ সালে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন টনে পৌঁছবে। লোকসভায় একটি লিখিত উত্তরে কয়লা ও খনি মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানান, ২০২১-২২ সালে কয়লার চাহিদা আগের বছরের তুলনায় ১৩.৪৪ শতাংশ বেড়েছে। তিনি জানান, ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে কয়লার চাহিদা প্রায় ১.৫ বিলিয়ন টন বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশে ঘরোয়া কয়লা উৎপাদন বাড়াতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রী জানান, অন্তিম ব্যবহারকারীদের কাছে কয়লা সহজে পরিবহনের জন্য, নতুন রেল প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্ছেদ পরিকাঠামো উন্নত করতে এবং ফার্স্ট মাইল সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়লা লোডিং যান্ত্রিকীকরণের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সিস্টার নিবেদিতা এক অসাধারণ নারীর উপাখ্যান

বরুণ দাস

ভারতবর্ষকে ভালোবেসে অনেক বিদেশিই এদেশে এসেছেন এবং শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষকেই নিজের দেশ হিসেবে ভালোবাসতে দ্বিধাবোধ করেননি। এঁদের অনেকে নিজেদের দেশে ফিতে গেছেন। কেউ বা ফিরে যানওনি। যারা ফিরে গেছেন তারা কিন্তু আমৃত্যু ভারতবর্ষের কথা স্মরণে রেখেছেন। সি কে এন্ড্রুজ, মার্টিন কেম্পশেন, ফাদার দ্যতিয়েন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জ দ্রুজ প্রমুখ আরও অনেকে। ফরাসি দার্শনিক রোমা র‍্যোঁলা ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনে অভিভূত হয়ে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী নির্মাণ করেছেন। এঁদেরই অন্যতম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। পরে যাঁর নাম হয় সিস্টার নিবেদিতা। এই মহীয়সী নারী অবশ্য শেষজীবনে নিজের দেশ আয়ারল্যান্ডে ফিরে যাননি। মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন। তাও আঠাশ বছর কেটেছে নিজের দেশে। জন্ম তার ১৮৬৭-র ২৮ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের ছোট শহর ডানগ্যাননে। মার্গারেট এলিজাবেথের বোন মেরি, ভাই রিচমন্ড। বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল ওয়েসলিয়ান চার্চে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। সুতরাং সেবা ও আধ্যাত্মিকতা ছিল তার রক্তে।

শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই কর্মজীবনের শুরু। ভারতে আসার আগে তিনি ডি লিউ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৮৯৪-এ নিজের স্কুল দ্য কিংসলে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মানুষ গড়ার মহত্তম কাজে তার হাতেখড়ি আগে থেকেই ছিল। এমনকী, সেদেশের অনাথ আশ্রমে মেয়েদের শিক্ষাদানও করেছেন। শিক্ষা ও সেবায় ছিলেন অভ্যস্ত। ১৮৯৫-এ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম দেখা। বছর তিনেকের মধ্যেই তার ভারতবর্ষে আগমন। ১৮৯৮ এ যখন এদেশে আসেন, পরের বছরেই কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়।

কলকাতার বুকে প্রায় মহামারি আকার নেওয়া প্লেগে আক্রান্ত অসুস্থ মানুষের সেবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েন এই নবাগতা বিদেশিনি। ভারতবর্ষকে চেনা-জানা-বোঝার আগেই সেদেশের আর্ত ও অসুস্থ মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন নিজে ঝাঁটা হাতে শহরের রাস্তা পরিস্কার করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তার সেই অক্লান্ত সেবার কোনও তুলনাই হয় না। ওই বছরই আবার স্বামী বিবেকানন্দ ও তুরিয়ানন্দের সঙ্গে ইংল্যান্ড যাত্রায় অংশ নেন মার্গারেট ওরফে সিস্টার নিবেদিতা।

ভারতে ফিরে আসেন ১৯০২ সালে। ওই বছরই স্বমী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। এই হিসেবে তিনি তর প্রিয়গুরুর সঙ্গে বেশিদিন শিক্ষা ও সেবাকার্ধের সুযোগ পাননি। কিন্তু যে অফুরন্ত প্রেরণাশক্তি তিনি স্বামীজির কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার বলে বলীয়ান হয়েই তিনি বাকি ন'বছরের কর্মজীবনে শিক্ষা ও সেবাকার্য করে গেছেন। এদেশের ভাষা শিখে, এদেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে,এদেশের মানুষকে ভালোবেসে এক অনন্য নজির তৈরি করে গেছেন যার তুলনা একমাত্র তিনিই। ১৯০৬ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন পূর্ববঙ্গ পরায় প্রতি বছরই বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। সিস্টার নিবেদিতা তখন এদেশে। আর্তের সেবার জন্য প্রাণ কাদে তার। দুর্গতদের মধ্যে সেবাকর্যে জন্য ছুটলেন পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চলে। তার আন্তরিক ও তক্রান্ত সেবায় মুগ্ধ সবাই। একজন বিদেশিনি যে সাধারণ আর্তজনের সেবায় এভাবে নিজেকে, উজাড় করে দিতে পারেন, দুর্গতদের নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারেন, তা দেখে অভিভূত হন অনেক। মাত্র ন'বছর তিনি ভারতবর্ষে থেকে সেবা ও শিক্ষার মহত্তম কাজ করার সময় পেয়েছেন। কারণ ১৯০৭ সালে তিনি আবার পাশ্চাত্ত্যে যান। ইতিমধ্যে তার মায়ের প্রয়াণ ঘটে ১৯০৯ সালে। ওই সময় তিনি স্বদেশেই ছিলেন। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতায় ফেরেন।

উল্লেখ্য, বিদেশে থেকেও তিনি ভারতবর্ষের জন্যই কাজ করে গেছেন। ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তদর্শন তথা স্বামীজির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই বিদেশের শক্ত মাটিতে প্রচার করেছেন। এছাড়া এদেশে স্কুল নির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করেছেন।

ওই বছরের নভেম্বর মাসেই আবার তাকে বিদেশে পাড়ি দিতে হয়। তখন বিদেশে পাড়ি দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। জাহাজে ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা যেতে প্রায় চল্লিশ দিনের ওপর লেগে যেত। স্বামীজির দুই আমেরিকান শিষ্যা সারা ওলি বুল আর মিস ম্যাকলাউড। মিসেস বুলের শরীর খারাপ জেনে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং কালবিলম্ব না করে বস্টন ছুটে যান। ১৯১১ সালে ওলি বুন মারা যান। ১৯১১ সালের এপ্রিলে কলকাতায় ফেরেন নিবেদিতা। কে জানত, তাঁর মহাজীবনের শেষ অধ্যায়ও দ্রুত এগিয়ে এসেছে। ভাবলে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, স্বামীজি মার্গারেট এলিজারেথ নোবেলকে এদেশে এনে কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার কথা একবারও বলেননি বা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবেননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়শিষ্যা নিবেদিতা এদেশের নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগ নিক। কারণ স্বামী বিবেকান্দ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ছাড়া নারীজাতির উন্নতির বিকল্প কোনও পথ নেই। নিবেদিতারও বিশ্বাস তাই। স্বামীজির ইচ্ছেকে বাস্তবায়িত করতে আমৃত্যু আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়েদের জন্য অন্য ধরনের স্কুল খুলবেন তিনি ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর বাগবাজারের ১৩ নম্বর বোসপাড়া লেনের ছোটো বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করলেন মেয়েদের স্কুল। কিন্তু নিবেদিতার মতো 'ম্লেচ্ছ শিক্ষিকা'র স্কুলে াক উঁচু সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুঘরে মেয়েদের পাটাবে কে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রাহে উদ্যোগ নিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, বিবেকানন্দের সক্রিয় সহায়তা ও কিছু উদারপন্থী শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের সহযোগিতায় দু'একজন করে ছাত্রী জোগাড় হতে থাকে।

নিবেদিতার ইচ্ছ, ভারতীয় মেয়েরা শিক্ষিত হবে। শিক্ষা শেষে তারা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে। সাহসী হবে। আত্মবিশ্বাস জাগবে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে। আবার মেয়েদের যে সহজাত সৌন্দর্যবোধ- তাও তারা হারিয়ে ফেলবে না। তীর এই স্কুলে শুধু কেতাবী পড়াই নয়, সূচিশিল্প সহ হাতের নানা কাজ শেখানোর বন্দোবস্ত হল মেয়েদের। ওই বিভাগের একটা সুন্দর নামও দিলেন তিনি- - 'পুরবী বিভাগ'। আনতে আতে তার বোসপাড়া লেনের নতুন মহিলা স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম- এ দুই ধর্মই ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ আধ্যাতক আবেগ বলে মনে করে। অন্যসব ধর্মের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়েই বলা যায় যে, স্বামীজির এই উক্তিটি ছিল একেবারে নিখাদ সত্য। এই দুই ধর্ম যে ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আবেগ বলে মনে করে'ত্ত তার প্রমাণ মেলে ওই দুই ধর্ম কিছুটা চর্চা করল। এজন্য কোনও বিশেষজ্ঞ কিম্বা কোনও গভীর গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না একথা বলাই বাহুল্য। স্বামীজির একথা সম্ভবত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সিস্টার নিবেদিতাও। তাই খ্রিস্টাধর্মের মানুষ হয়েও তিনি অতি সহজেই মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের সঙ্গে। কোনও বিরোধ ঘটেনি। ধর্ম নিয়ে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বও তৈরি হয়নি তাঁর মধ্যে। আসলে নিবেদিতার প্রিয়গুরু স্বামী বিবেকানন্দ নিদে হিন্দুধর্মের মানুষ হয়েও খ্রিস্টাধর্মের প্রতি ছিলেন অতিশয় উদার ও সহানুভূতিশীল। তাঁর গুরু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের মতোই সব ধর্মের প্রতি শিষ্য বিবেকানন্দেরও ছিল সমান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। স্বামীজি নিজের দেশের সামাজিক চিত্রটি সবিস্তারে খুলে বলেছিলেন তাঁর ভাবী সবিস্তারে খুলে বলেছিলেন তাঁর ভাবী শিষ্যকে। কারণ পরে যাতে এ নিয়ে তাঁর শিষ্যার কোনও সমস্যা না হয়। কী সেই সমস্যা? ভারতবর্ষ কুসংস্কারের ভরা। চারদিকে অর্ধ উলঙ্গ নরনারী। জাত ও ছোয়ারুয়ি নিয়ে বিকট বিচার। ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে। ইউরোপে খাওয়া-পরা-থাকার যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তার বিন্দুমাত্র এ দেশে পাওয়া যাবে না। তবে ভারতবর্ষের যে মিস নোবল-এর মতো মহীয়সী দরকার, তা জানাতে ভোলেননি। সবকিছু মেনে নিয়েই ভারতবর্ষে পা রেখেছিলেন আয়ারল্যান্ডের শিক্ষিকা যুবতী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তবে প্রথম প্রথম সবকিছু মানিয়ে নিতে কিছুটা কষ্ট হয়েছিল বৈকি। মাটিতে মাদুর পেতে শোওয়া, বাথরুমে স্নানের জায়গাতে আলাদা কোনও ঘেরাও নেই। টিনের মগে করে কল থেকে জল নিয়ে শরীরে মাথায় ঢালা। মার্গারেটের কথায়, যেন রাস্তার চার মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে স্নান করছেন। আর খাওয়া-দাওয়া? যখন যেমন। ভারত সঙ্গে আলু সেদ্ধ কিম্বা কাঁঠালের বীজ সেদ্ধ আর বড়জোর দুধ। প্রথমে বাড়ির মানুষজনও তাঁকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলতেন। 'ম্লেচ্ছ' বলে কথা। ছোঁয়া লাগলে যে জাত চলে যাবে তাদের। শ্রীশ্রী সারদা মা কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁকে নিজের সন্তানের মতোই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। একসঙ্গে খেতেন মার্গারেটের পাশে বসে। এটাই সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছিল মার্গারেটকে। অন্যতা তাঁর সঙ্গে কে কী রকম আচরণ করছেন, তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন মার্গারেট। তাই তো নিজের মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন এ দেশের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও আর্তজনের সেবাকাজে।

পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানি বিদেশিনি নিবেদিতাকে দারুণভাবে কষ্ট দিত। ১৯০৫ সালে তিনি লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনও যোগদান করেন। দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে একসময় তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে দুর্লভ সম্পর্ক ছাড়তেও দ্বিধা করেননি। আসলে ততদিনে বিপ্লববাদের আস্থা জন্মেছে তাঁর। আর তিতি ভালো করেই জানতেন যে, রামকৃ,ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সরকারিভাবে যুক্ত থেকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেবেন না।

দেশের স্বাধীনতা অর্জন না হলে ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই---এটা তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তাই ধর্মকর্মের বৃত্ত থেকে আস্তে আস্তে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঝুঁকে পড়েন নিবেদিতা। ইতিমধ্যে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমখ প্রথম সারির বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন সংযোগ স্থাপন করে ফেলেছেন। স্বামীজির ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তো বামপন্থায় বিশ্বাসী। তাঁর সঙ্গে ও যোগাযোগ ছিল নিবেদিতার। এবার অন্য এক নিবেদিতার জন্ম হল তাঁর মধ্যে।

বাংলার সাহিত্য -সংস্কৃতি জগতের দিকপালদের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সাহিত্য নিয়ে দু 'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনাও হত। "গোরা" উপন্যাসের শেষের দিকটাও রবীন্দ্রনাথ বদলে দিয়েছিলেন নিবেদিতার পরামর্শে। যদিও নিবেদিতার মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাস ছিল না। সক্রিয় রাজনীতিতে তার কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর সুসম্পক থাকলেও তিনি বরাবর সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে ছিলেন।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজির সম্পর্ক যে বিশেষ সুখের নয়, এটা নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর জ্যোষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেনরনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের সুসম্পর্ক ছিল। নিবেদিতা আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন দু'জনের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত দূরত্বটা সরিয়ে দিতে। একটা সুসম্পর্কে সেতু গড়ে তুলতে। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত শ্রীমতী অবলা বসুর সঙ্গেও নিবেদিতার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯১১-র অক্টোবরে পুজোর সময় দার্জিলিং বেড়াতে যান সিস্টার নিবেদিতা। উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবাকার্য সেরে ফেরার পরই শরীর ভেঙে গিয়েছিল নিবেদিতার। সেই ভগ্নস্বাস্থ্য আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই নিয়েই শিক্ষা, সেবা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কাজে অসম্ভব ছোটাছুটি করেছেন। বিশ্রাম নেওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ পাননি এবং প্রয়োজন বোধও করেননি। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ অবনতির দিকে গেছে। এবং একসময় তা ভয়াবহ আকার নেয়।

অবশেষে ১৯১১-র ১৩ অক্টোবর এল সেই দার্জিলিঙে। সেদিন ছিল শুক্রবার। হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছিলেন পাহাড়ে। কিন্তু ফিরলেন না আর সমতলে। কলকাতাকে কাদিয়ে, কলকাতাকে অনাথ বানিয়ে, কলকাতাকে স্বজনহীন করে তিনি পাড়ি দিলেন অন্যলোকে। যে লোক থেকে কেউ কোনওদিন ফেরে না। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন, 'The boat is sinkig.But I shakll see the sunrise.' মৃত্যুর মুহূর্তেও কি বাচতে চেয়েছিলেন তিনি? সূর্যোদয় দেখবেন বলে! না, নিবেদিতা স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখে যেতে পারেননি। তার জীবিতকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায়নি। তবে একথা ঠিক, এদেশের নারী সমাজকে তিনি যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চেতনা, দেশাত্মবোধ ও সেবাব্রতের দীক্ষা দিয়ে গেছেন, তার কোনও তুলনাই হয় না। পুরাণ থেকে তুলে এনেছিলেন বীরাঙ্গনাদের। হয়ত জন্য প্রয়োজন ছিল সেই বীরাঙ্গনা-চিত্রণের বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মতো মহতী মানুষদের পাশেই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এক বিদেশিনির নাম- তিনি সিস্টার নিবেদিতা। যদি পিছন ফিরে তাকাই সেসময়ের দিকে? কী দেখব আমরা? ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎকট আধিপত্য, নানাবিধ ধর্মীয় কুসংস্কার আর পুরুষতান্ত্রিকতা প্রকট ছিল তৎকালীন ভারতীয়দের দৈনন্দিন যাপনে। সেখান থেকেই ছেঁকে বের করে আনলেন তিনি মেয়েদের কথা, লিখলেন এক অবিস্মরণীয় আখ্যান, "কালী, দ্য মাদার"। উদযাপন করলেন কালীকো। এইসব ইতিহারে পাতায় নিঃ সন্দেহে। তার অতুলনীয় অবদান ভারতের মানুষ কোনওদিনই ভুলবে না একথা নিশ্চিত। স্বামীজি তাকে বলেছিলেন, "হোয়াট ওয়াজ ওয়ান্টেড ওয়াজ নট আ ম্যান, বাট আ ওম্যান-আ রিয়েল লায়নেস-- টু ওয়ার্ক ফর ইন্ডিয়ান্স, উইমেন্স স্পেশালি।" স্বামীজির আজন্ম লালিত স্বপের রূপায়ণ ঘটাতে নিবেদিতা নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। প্রকৃত সিংহীর মতোই কর্মে তেজ ও বীরত্ব ছিল তার। অলসতার সঙ্গে আপস করেননি। কাজের জন্য অবিরাম ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এক্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ও মহতী কর্মধারাই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। সার্ধশতবর্ষেও যা অম্লান। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ডিজিটাল স্ক্রিন ব্যবহারের সময় ২০-২০-২০ নিয়ম মানাটা কেন জরুরি

ডা. মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম

'স্মার্টফোন' বা 'ল্যাপটপ' ছাড়া আধুনিক জীবন ভাবাই যায় না। তবে এর ক্ষতিকর দিকগুলো ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। পর্দায় তাকিয়ে থাকার সময় চোখের পলক কম পড়ে। অনেকে আবার স্মার্টফোন স্বাভাবিকের তুলনায় চোখের বেশি কাছে এনে দেখেন। টেলিভিশন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে নির্গত আলো চোখের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি করে; ঘাড়ব্যথা কিংবা মাথাব্যথার কারণও হয়ে উঠতে পারে এসব ডিভাইস।

ক্ষতিকর দিক ডিজিটাল স্ক্রিনে একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখ লাল হয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায়; ঘুমের সমস্যা হয়। মনোযোগের অভাব হয়। শিশুর মানসিক ও শারীরিক নানান সমস্যা হয়। বর্তমানে নানান সমস্যায় ভুগছেন বয়স্ক ব্যক্তিরাও। স্মার্টফোন ব্যবহারে যা মানলে চোখ সুরক্ষিত থাকবে। চোখের ক্ষতি- একটানা ডিজিটাল স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে সেটির নীল আলো চোখের ওপর চাপ ফেলে। চোখ ডিজিটাল ডিভাইসের আলোর তীব্রতা ফিল্টার করতে পারে না। ফলে রেটিনার ক্ষতি হয়। দৃষ্টিশক্তির জন্য রেটিনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ম্যাকুলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ম্যাকুলার ডিজেনারেশন)। এটি মূলত বয়সজনিত রোগ কিন্তু এখন কম বয়সেই হচ্ছে। ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে মায়োপিয়া, অর্থাৎ দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ার সমস্যা শিশুদের মধ্যে এখন বেড়ে যাচ্ছে। যেসব শিশু আগে থেকেই চশমা ব্যবহার করত, তাদের অনেকেরই চশমার 'পাওয়ার'ও বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। শিশুদের ক্ষতি কেন বেশি- বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিজে থেকেই ক্ষতিকর আলোর বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষতিকর নীল আলো সরাসরি চোখে প্রবেশ করতে পারে না। শিশুদের এই ক্ষমতা না থাকায় অল্পতেই চোখের ক্ষতি হয়। চোখে বাড়তি চাপ পড়ে, মাথাব্যথা হয়। রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। চোখ লাল হলে কী করবেন সুস্থ থাকতে- ডিজিটাল স্ক্রিনে একটানা নয়, বরং ২০-২০-২০ নিয়মে কাজ করুন। অর্থাৎ ২০ মিনিট পরপর অন্তত ২০ ফুট দূরের কোনো বস্তুর দিকে লক্ষ্য স্থির করে অন্তত ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকুন। এ ছাড়া ২ ঘণ্টা অন্তর ১৫ মিনিটের বিরতি দিয়ে হাঁটাহাঁটি করুন; দেহের বিভিন্ন পেশি নাড়াচাড়া করতে হয়, এমন কিছু হালকা ব্যায়াম করুন। 'নাইট মোড' বা 'ওয়ার্ম মোড'-এ চোখ কিছুটা হলেও সুরক্ষা পায়। শোয়া অবস্থায় ডিজিটাল স্ক্রিন দেখবেন না। এতে চোখের পেশিতে চাপ পড়ে। বেশি দিন এমনটা করলে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হতে পারে। হতে পারে মাথাব্যথাও। যানবাহনে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার না করাই ভালো। ঝাঁকুনির সময় এসব ডিভাইস দেখলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। নিতান্ত প্রয়োজন হলেও চোখ থেকে দূরে রেখে ডিভাইস দেখুন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনে ‘ওপেন হাউজ’ বৈঠক

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৫।। বাংলাদেশে অবস্থান করা ভারতীয়দের অভিযোগ শোনা, এর সমাধান ও কনস্যুলার পরিষেবার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে ‘ওপেন হাউজ’ বৈঠকের আয়োজন করে ভারতীয় দূতাবাস।

মঙ্গলবার (১৪ মার্চ) এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বৈঠকে যোগ দিয়ে ভারতীয়দের কথা শোনেন। প্রণয় ভার্মা উপস্থিত ভারতীয়দের প্রশ্ন ও উদ্বেগের কথা শোনেন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তাদের অভিযোগ ও পরামর্শগুলো বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি সেগুলো সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

‘ওপেন হাউজ’ মূলত ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের কনস্যুলার পরিষেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশে একটি প্ল্যাটফর্ম। এতে হাইকমিশনের উদ্যোগে সেগুলোর সুরাহা ও বাস্তব সমাধান অন্বেষণে আয়োজন করা হয়।

সকাল থেকে মেঘলা আকাশ রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বুধবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। আজ থেকেই রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী বুধবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া জারি থাকবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় আজ বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।

নিম্নচাপের জেরে বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দুই বঙ্গেই বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আজ কলকাতায় সারাদিনই রোদ মেঘের খেলা চলবে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া জারি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ঝড়বৃষ্টি হবে।

বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে তুমুল বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। শনিবার থেকে এই দুর্যোগ আরও বাড়তে পারে। কলকাতা সহ দক্ষিণের সব জেলাতেই মুষলধারে বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায় কমলা সতর্কতা ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে, রবিবার থেকেই দেশের পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে একটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রভাব ফেলতে চলেছে।

ঝাড়খন্ডে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত এবং তার জলীয় বাষ্প ঢুকবে বঙ্গোপসাগর থেকে। বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এবং পশ্চিমে শীতল বাতাসের সংঘাতে ঝড়বৃষ্টি হবে। তিন -চারদিন ধরে থাকবে এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনাতে।

শহরে আজ, সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। গতকাল, শহরের সর্বাধিক তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে কোথাও বৃষ্টি হয়নি।

গরুপাচার মামলা : আজ দিল্লিতে ইডি—র দফতরে হাজিরা সুকন্যা মণ্ডলের

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : আজ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দিল্লি দফতরে হাজিরা দেবেন গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল।

বুধবার সকালেই ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে সুকন্যার। এই মামলায় গতকালই গ্রেফতার হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি। মণীশের মতোই সুকন্যাও এর আগে হাজিরা দিয়েছেন দিল্লিতে ইডির দফতরে। গোয়েন্দাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরেই সুকন্যা পরিস্কার জানিয়েছেন তার নামে লগ্নি করা কোটি কোটি টাকার হিসেব তিনি কিছুই জানেন না। সবটাই জানেন তার বাবা অনুব্রত মণ্ডল এবং হিসাবরক্ষক মনীশ কোঠারি। দুজনেই বর্তমানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর হাতে গ্রেফতার। বুধবার সুকন্যা হাজিরা দিলে এদের তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়েও জেরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিশেষজ্ঞরা। মূলত সুকন্যার ৩৪ কোটি টাকার আয়ের উৎস নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ এবং তিনি গোরু পাচার চক্রের সাথে কিভাবে যুক্ত সেই বিষয়টাও খতিয়ে দেখতে চায় ইডি। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা সুকন্যা মণ্ডলের এবং মণ্ডল পরিবারের নিয়ন্ত্রণে আর কোথায় কত টাকা লগ্নি করা আছে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে পরিষ্কার হতে চাইছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা

আজ দিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না সুকন্যা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): আজ দিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। ইডি সূত্রে খবর, সুকন্যা জানিয়েছেন, তাঁর কিছু সমস্যা ও পূর্ব নির্ধারিত কাজ থাকায় আজ যেতে পারছেন না। তাঁকে সময় দেওয়া হোক। ইডি সূত্রে খবর, অনুব্রত-কন্যাকে ফের তলব করা হবে।

গরু পাচার মামলায় গতকালই গ্রেফতার হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি। গতকাল টানা জেরার পর তাকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর আগে সুকন্যা গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন তার নামে লগ্নি করা কোটি কোটি টাকার হিসেব তিনি কিছুই জানেন না। সবটাই জানেন তার বাবা অনুব্রত মণ্ডল এবং হিসাবরক্ষক মনীশ কোঠারি। দুজনেই বর্তমানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর হাতে গ্রেফতার। বুধবার সুকন্যা হাজিরা দিলে এদের তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়েও জেরার সম্ভাবনা ছিল। মূলত সুকন্যার ৩৪ কোটি টাকার আয়ের উৎস নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ এবং তিনি গোরু পাচার চক্রের সাথে কিভাবে যুক্ত সেই বিষয়টাও খতিয়ে দেখতে চায় ইডি। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা সুকন্যা মণ্ডলের এবং মণ্ডল পরিবারের নিয়ন্ত্রণে আর কোথায় কত টাকা লগ্নি করা আছে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে পরিষ্কার হতে চাইছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এর জন্য বুধবার সকালেই দিল্লি ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সুকন্যা মণ্ডলের। কিন্তু আজ দিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না সুকন্যা মণ্ডল। ইডি সূত্রে খবর, সুকন্যা জানিয়েছেন, তাঁর কিছু সমস্যা ও পূর্ব নির্ধারিত কাজ থাকায় আজ যেতে পারছেন না। তাঁকে সময় দেওয়া হোক। এখন প্রশ্ন উঠছে, গতকাল অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি হওয়ায়, এবার গ্রেফতার হওয়ায় আশঙ্কায় আজ হাজিরা এড়ালেন সুকন্যা?

হস্টেলে খাবার বন্ধ, প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকদের

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ (হি.স.): উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থায় নতুন সংযোজন। হস্টেলে খাবার না থাকার প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ আবাসিক পড়ুয়াদের। বুধবার সকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন হস্টেলের আবাসিকরা। যেহেতু নিরাপত্তা বিভাগে সমস্ত চাবি থাকে, তাই এদিনের বিক্ষোভের জেরে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে।

নেই উপাচার্য-রেজিস্ট্রার-ফিন্যান্স অফিসার, অচলাবস্থা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্য না থাকায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানকার একাধিক কর্মীর বেতন পর্যন্ত আটকে রয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় ৪৯টি কলেজ রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাস। সেইসব জায়গায় সমস্ত কাজ থমকে রয়েছে। সব থেকে বেশি বিপাহে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের আবাসিকরা। কারণ অর্থ অনুমদনের জন্য উপাচার্য এবং ফিন্যান্স অফিসার না থাকায় হস্টেলে আবাসিকদের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা যাচ্ছে না। আর্থিক লেনদেন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় বুধবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসের রামকৃষ্ণ হস্টেলে খাবার বন্ধ করে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পর্যায়ক্রমে অন্য হস্টেলগুলোতেও খাবার বন্ধ হয়ে যাবে বলেই জানিয়েছেন বিভিন্ন হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টরা। মঙ্গলবার রাতে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই হইচই শুরু হয়েছে ক্যাম্পাসে। হস্টেলে খাবার বন্ধের প্রতিবাদে সরব হলেন আবাসিকরা। বুধবার সকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন হস্টেলের আবাসিকরা। যেহেতু নিরাপত্তা বিভাগে সমস্ত চাবি থাকে, তাই এদিনের বিক্ষোভের জেরে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলা : লালু, রাবড়ি দেবী ও মিসা ভারতী-সহ অন্যরা পেয়ে গেলেন জামিন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে স্বস্তি পেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। শুধু প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদই নন, স্বস্তি পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, তাঁদের মেয়ে ও আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী ও অন্যান্য অভিযুক্তরা। বুধবার দিল্লির আদালত লালু, রাবড়ি দেবী ও মিসা ভারতী-সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের জামিন প্রদান করেছে। ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড অথবা সমপরিমাণ নিশ্চয়তায় সকলের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।

বুধবার সকালে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে সশরীরে হাজিরা দেন লালু, রাবড়ি দেবী ও মিসা ভারতী। লালুদের আবেদন মঞ্জুর করে সকলকে জামিন প্রদান করেছে আদালত। আদালত উল্লেখ করেছে, গ্রেফতার ছাড়াই চার্জশিট দাখিল করেছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, সিবিআই-এর পাশাপাশি জমির বিনিময়ে চাকরি মামলার তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুতে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ তৃণমূলের, সুদীপ জানালেন তাঁরা নিজস্ব ইস্যুতেই প্রতিবাদ করবে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল প্রমুখ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ’আমরা অন্য কোনও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছি না। তৃণমূল কংগ্রেস নিজস্ব ইস্যু এবং সংসদে এজেন্ডা নিয়ে প্রতিবাদ করবে। আমাদের রাজ্যে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে বিজেপি এবং সিপিএমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই আমরা কংগ্রেস নেতাদের ডাকা বৈঠকে হাত মেলাতে পারি না।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারছে না। ক্ষমতাসীন দল হোক অথবা প্রধান বিরোধী দল, উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত।

বিদেশের মাটিতে দেশের অপমান করেছেন রাহুল, সুপ্রিম কোর্টকেও তিনি অসম্মান করেছেন : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এবার আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। রাহুলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, বিদেশের মাটিতে দেশের অপমান করেছেন রাহুল গান্ধী। সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিস্থানকেও তিনি অসম্মান করেছেন।

বুধবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, ’বিদেশের মাটিতে দেশের অসম্মান করেছেন রাহুল গান্ধী। সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানকেও অসম্মান করেছেন তিনি। ভারতকে অপমান করা কী গণতন্ত্র? সদনের চেয়ারম্যানকে অসম্মান করাও কী গণতন্ত্র? রাহুল গান্ধীকে ভারতের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, ’আমি রাহুল গান্ধীর কাছে জানতে চাই, আপনি বিদেশে বলেছেন, দেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার কথা বলার অধিকার নেই। যদি তাই হয়, তাহলে ২০১৬ সালে যখন দিল্লির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ""’ভারত তেরে টুকড়ে হঙ্গে"" স্লোগান তোলা হয়েছিল, আপনি তা সমর্থন করেছিলেন, সেটি কী ছিল?’স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রাহুল গান্ধীর ঘৃণা এখন দেশের প্রতি ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। তিনি এমন একটি দেশ সফর করে বিদেশী শক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যে দেশের ইতিহাস ভারতকে দাস বানানোর। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে দুঃখপ্রকাশের সময় তিনি বলেছিলেন, কেন বিদেশী বাহিনী এসে ভারতে আক্রমণ করছে না।’

দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬১৮, মৃত ৫ জন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): ভারতে ফের লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৬১৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৬১৮ জন। ফলে দেশে করোনায় আক্রান্তের মোট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৯১, ৯৫৬ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৮৯-এ পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৯৪ জন বেড়ে ৪, ১৯৭-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার টিকা পেয়েছেন ৮ হাজার জন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): ভারতে থামছে না টিকাকরণ অভিযান। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার টিকা পেয়েছেন ৮ হাজার জন প্রাপক। এই সময়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৯৫ হাজার ৩৮৫ জনের।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) বুধবার জানিয়েছে দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৮ হাজার জন প্রাপক, ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০, ৬৪,৫৫,৮৪১-এ পৌঁছেছে। ১৪ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৯৫ হাজার, ৩৮৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

চিকিৎসায় সাড়া দিলেন না, ৭১ বছর বয়সে প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা সমীর খাখর

মুম্বই, ১৫ মার্চ (হি.স.): ফের বিনোদন জগতে নক্ষত্র পতন। প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা সমীর খাখর। দূরদর্শনের জনপ্রিয় সিরিয়াল ""নুক্কাড়""-এ খোপড়ি-র চরিত্রে অভিনয় করে ঘরে ঘরে পরিচিতি পেয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। জানা গিয়েছে, শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য চিকিৎসাজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এরপর সমীরকে বোরিভলির এমএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানেই বুধবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

প্রয়াত অভিনেতা সমীর খাখরের ভাই গণেশ খাখর বলেছেন, মঙ্গলবার সকালে শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন তাঁর দাদা সমীর খাখর। তিনি চিকিৎসককে ডাকেন, চিকিৎসক হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। সেই মতো হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছিল। তাঁর শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসার হয়ে যায়। এরপর বুধবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

টুইটারে চলচ্চিত্র নির্মাতা হংসল মেহতা সমীরের ছবি শেয়ার করেছেন এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, ‘কোনও কারণে কলেজে থাকতে নুক্কাদের আইকনিক চরিত্রের নামানুসারে আমার ডাকনাম খোপড়ি হয়েছিল। আমার সেই সময়ের সবচেয়ে কাছের বন্ধুরা এখনও আমাকে খোপড়ি বলেই ডাকে। কিন্তু আমি মনে করি সেটাকে বিদায় জানানোর সময় এসেছে। বিদায় সমীর খাখর। স্মৃতিগুলোর জন্য ধন্যবাদ।’

প্রসঙ্গত, সমীর খাখর টিভি ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়। তাকে নুক্কাড়, মনোরঞ্জন, সার্কাস, নয়া নুক্কাড়, শ্রীমান শ্রীমতি এবং আদালতের মতো শোতে দেখা গিয়েছে। তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল সঞ্জীবনীতে সহ-অভিনেতা সুরভী চন্দনা এবং নমিত খান্নার সঙ্গে। গুজরাটি থিয়েটারেও তিনি পরিচিত নাম ছিলেন। নুক্কাড়-এ খোপড় চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন সমীর।

কেরলে রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র হামলা আহত ২ বিজেপি কর্মী, দুষ্কৃতীদের খোঁজে পুলিশ

পালাক্কড়, ১৫ মার্চ (হি.স.): কেরলে ফের আক্রান্ত বিজেপি। মঙ্গলবার রাতে কেরালার পালাক্কড় জেলায় দুই বিজেপি কর্মী বিষ্ণু এবং দীনেশের ওপর অস্ত্র সমেত লাগাতার হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন বিষ্ণুর মা। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সূত্রের খবর, আলাথুর পুলিশ স্টেশনে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজনৈতিক শত্রুতা না ব্যক্তিগত শত্রুতা, কী কারণে এই হামলা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে উঠতে পারেনি পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিদিশার লোকেশ উদ্ধার হলেও বাঁচল না, ৬০ ফুট গভীর নলকূপে আটকে ছিল বালকটি

বিদিশা, ১৫ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না মধ্যপ্রদেশের বিদিশার লোকেশকে। ৬০ ফুট গভীর নলকূপে আটকে পড়েছিল লোকেশ, বুধবার সকালে লোকেশকে উদ্ধার করা হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। কিন্তু প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ডিসি উমা শঙ্কর ভার্গব বলেছেন, ’আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাতে পারিনি।মুখ্যমন্ত্রী শোক ব্যক্ত করেছেন এবং শিশুটির পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।’

মঙ্গলবার ৬০ ফুট গভীর নলকূপে পড়ে গিয়েছিল লোকেশ, ৬০ ফুট গভীর নলকূপের ভিতরে ৪৩ ফুটে সে আটকে ছিল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও অন্যান্য টিম দীর্ঘ চেষ্টার পর মঙ্গলবার সকালে লোকেশকে নলকূপের বাইরে বের করে আনে। মঙ্গলবার রাত ১১.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় উদ্ধারকাজ, কিন্তু ৮ বছরের বালক লোকেশকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

বিদিশার লোকেশ উদ্ধার হলেও বাঁচল না, ৬০ ফুট গভীর নলকূপে আটকে ছিল বালকটি

বিদিশা, ১৫ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না মধ্যপ্রদেশের বিদিশার লোকেশকে। ৬০ ফুট গভীর নলকূপে আটকে পড়েছিল লোকেশ, বুধবার সকালে লোকেশকে উদ্ধার করা হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। কিন্তু প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ডিসি উমা শঙ্কর ভার্গব বলেছেন, ’আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাতে পারিনি।মুখ্যমন্ত্রী শোক ব্যক্ত করেছেন এবং শিশুটির পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।’

মঙ্গলবার ৬০ ফুট গভীর নলকূপে পড়ে গিয়েছিল লোকেশ, ৬০ ফুট গভীর নলকূপের ভিতরে ৪৩ ফুটে সে আটকে ছিল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও অন্যান্য টিম দীর্ঘ চেষ্টার পর মঙ্গলবার সকালে লোকেশকে নলকূপের বাইরে বের করে আনে। মঙ্গলবার রাত ১১.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় উদ্ধারকাজ, কিন্তু ৮ বছরের বালক লোকেশকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

রাহুলের পক্ষে সওয়াল মল্লিকার্জুন খাড়গের, বললেন সত্যি বললেই জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর পক্ষে জোরদার সওয়াল করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বুধবার মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, রাহুল গান্ধীকে যাঁরা ক্ষমা চাইতে বলছেন, তাঁদের আমি প্রশ্ন করতে চাই, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৫-৬টি দেশে গিয়ে আমাদের দেশের মানুষকে অপমান করেছেন এবং বলেছেন যে ভারতে জন্মগ্রহণ করা পাপ। মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ করা হচ্ছে। যারা সত্য কথা বলছে তাঁদের জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের শেষ না হলে কী?

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রধানমন্ত্রী মোদী এত দেশে গিয়ে এখানকার মানুষের সংস্কৃতি ও মানবতাকে অপমান করেছেন। তিনি (রাহুল গান্ধী) শুধু গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেছেন। কেউ যখন বিতর্কে যায়, তখন নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অমল কুমার রায়চৌধুরীকে স্মরণ

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-রজার পেনরোজের অন্যতম মূল ভিত্তি যে ”রায়চৌধুরী সমীকরণ”, আজ অনেকেরই সে কথা জানা নেই। সেই ”রায়চৌধুরী” যে কলকাতার মানুষ ছিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন ও পড়িয়েছেন এ কথা আমরা অনেকেই জানিনা। বুধবার তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে ঐতিহ্যের ওই প্রতিষ্ঠানে।

সাদামাটা পাঞ্জাবি পাজামা পরিহিত অমল কুমার রায়চৌধুরী পদার্থবিদ্যার পাশাপাশি শিখিয়েছিলেন বিজ্ঞানচর্চার জন্য ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামোর থেকে ঢের বেশি জরুরী বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান চর্চা-মনন-অনুশীলনের বিস্তৃত পরিসর। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-সত্যেন্দ্রনাথ বসু-মেঘনাদ সাহা-নিখিলরঞ্জন সেন-সহ বাংলার বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতার প্রতিনিধি অধ্যাপক অমল কুমার রায়চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ এবছর।

সেই উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাব বিকেলে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কে বসাক অডিটরিয়ামে আয়োজন করছে বিশেষ সেমিনার ‘এ জার্নি টু দি সেন্টার অফ অ্যান ইনভিসিবল ওয়ার্ল’। বক্তব্য রাখবেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর অমল কুমার রায়চৌধুরী চেয়ার প্রফেসর সৌমিত্র সেনগুপ্ত।

অমলবাবু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন গণিতের শিক্ষক। বাবাকে দেখে অণুপ্রাণিত হয়েই ছোটবেলা থেকেই অমল গণিত বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, গণিতের সমস্যা সমাধান করতে ভালবাসতেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

এরপর তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্সেসে যোগ দেন। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর গবেষণা করেও কোন তাৎপর্য্যপূর্ণ ফলাফল বের করতে না পেরে তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েন। সে সময় তিনি আশুতোষ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। সে সময় অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন সেখানে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব পড়াতেন। অমল অধ্যাপক সেনের সান্নিধ্যে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শিখতে শুরু করেন এবং তাঁর সাহায্যেই প্রথম কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

পরের দিকে তিনি একা একাই গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। গবেষণার এই পর্যায়ে এসেই তিনি তার বিখ্যাত সমীকরণটি আবিষ্কার করেন। কাছাকাছি সময়েই তিনি আইএসিএস-এ দ্বিতীয় দফায় গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করেন।

অমল কুমার রায়চৌধুরী তাঁর সমীকরণটি ১৯৫৩ সালে বের করলেও এটি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করার জন্য তাকে দু’বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৫৫ সালে তার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় বিখ্যাত জার্নাল ফিজিক্যাল রিভিউ —তে। এই গবেষণা প্রবন্ধের হাত ধরেই অমল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তখনও কিন্তু তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেননি। তাঁর পিএইচডি হয় ১৯৫৯ সালে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দুধ চায়ের বদলে রোজ লিকার চা খান?

দুধ চা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই, সকাল-বিকেল যখনই চা পান করেন, তখন শুধুই কালো চা বা লিকার চা খাওয়ার অভ্যেস তৈরি করেছেন অনেকেই। ব্ল্যাক টি হল পানীয় জলের পর বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খাওয়া পানীয়ের মধ্যে অন্তর্গত। ক্যামেলিয়া সিনেনসিস উদ্ভিদের পাতা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন স্বাদের জন্য অন্যান্য গাছের সঙ্গে মিশিয়ে তা অতুলনীয় করে তোলা হয়।

তবে ব্ল্যাক টি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য চায়ের থেকে শক্তিশালী গন্ধ ও বেশি মাত্রায় ক্যাফেইন থাকে। তবে এর রয়েছে স্বাস্থ্যকর কিছু উপকারিতা। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা স্বাস্থ্যের জন্যভাল। তবে অনেকেই ব্ল্যাক টি স্বাস্থ্যকর মনে করে দিনে বহুবার পান করেন। অতিরিক্ত পান করলে স্বাস্থ্যের জন্য তা একেবারেই ঠিক নয়। হতে পারে গুরুকর সমস্যা।

ব্ল্যাক টি-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতে, অল্প পরিমাণে কালো চা পান করা সবসময়ই উচিত। প্রতিদিন প্রায় ৪ কাপ ব্ল্যাক টি খেলে তা মানুষের জন্য নিরাপদ। কিন্তু তার বেশি ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় যদি চা পানের নেশা থাকে তাহলে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। এর কারণ অতিরিক্ত কালো চা খেলে শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফেইন প্রবেশ করে, যা একেবারেই নিরাপদ নয়। এছাড়া পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি হালকা থেকে গুরুতর হতে পারে। এতে মাথাব্যথা , হার্টরেটে গণ্ডগোল ও কার্ডিওভাসকুলার রোগের প্রবণতা তৈরি হয়। তাই ব্ল্যাক টি খাওয়ার আগে দুবার ভাবনা চিন্তা করা উচিত। কালো চায়ে রয়েছে ট্যানিন যার কারণে লালচে ও বাদামি রঙের লিকার হয়ে থাকে। এর স্বাদ বেশ কষা ও তেতো প্রকৃতির হয়ে থাকে। ট্যানিন হল গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ভাল, কিন্তু আপনি যদি দিনে ১০ বার ব্ল্যাক টি পান করেন তাহলে শরীরে মারাত্মকভাবে আয়রন প্রবেশ করে। যার ফলে শরীরের ভিতর কষে যেতে পারে। আয়রনের ঘাটতিতে রক্তাল্পতার কারণ হতে পারে। ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডে প্রভাব পড়ে তাতে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত হৃদস্পন্দন, হার্ট ফেলিওর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমনকি পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পাম্প করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে মানুষ।

ব্ল্যাক টি নিয়মিত অতিরিক্ত মাত্রায় পান করা হয় তাহলে তা হজমের সঙ্গে গুরুতর সমস্যা তৈরি হতে পারে। পেটে ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা, বমি বমি ভাব ও বমি হতে পারে, এছাড়া গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনালের সমস্যাও বেড়ে যেতে পারে।

বিষাক্ত ক্যাফেইন স্বাস্থ্য বিশেষতজ্ঞদের মতে, খুব বেশি পরিমাণে ব্ল্যাক টি বা ১০ গ্রামের বেশি ক্যাফেইনযুক্ত কালো চা পান করা হয় তা শরীরের জন্য মারাত্মক হতে পারে। কমপক্ষে ৪ আউন্স ব্ল্যাক টি-তে ৪২ মিলিগ্রাম- ৭৯ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। গ্রিন টি-র তুলনায় মাঝারি মাত্রায় থাকে। তবে অত্যাধিক মাত্রায় চা পান করলে অস্বাভাবিকরকমভাবে পটাসিয়ামের মাত্রা কমে গিয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তুলতে পারে। এমনকি শরীরে বিষক্রিয়াও হতে পারে।

অতিরিক্ত ক্যাফেইন কম্পন, নার্ভাসনেস, মাথাব্যথা, ধড়ফড় ও অনিদ্রার মতো রোগ শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধতে শুরু করে।

দাঁতে কালো ছোপ

নিয়মিত কালো চা পান করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাণতের উপর কালো আস্তরণ পড়ে যায়। অনেকসময় হলদেটে দাগ পড়ে গিয়ে দাঁতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বারবার ব্ল্যাক টি পান করার বদলে নারকেলের জল, বাটারমিল্ক বা লেমোনেড পান করতে পারেন। তাতে শরীর থাকে হাইড্রেটেড। বজায় থাকে আয়রনের মাত্রাও। স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্যের মধ্যে যেমন প্রচুর তাজা ফল, শাকসবজি ও চর্বিহীন মাংস ও গোটা শস্য খেতে পারেন।

অতিরিক্ত কালো চা এড়িয়ে চলাই ভাল, কারণে চায়ে থাকা ট্যানিন ও অক্সালেটের সংখ্যা কমাতে পারে। কালো চা যদি এড়িয়ে চলতে না পারেন তাহলে তাতে কমলালেবুর রস, লেবুর রস বা আনারসের রস মিশিয়ে খেতে পারে, তাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

চটজলদি কোমরের ব্যাথা কমতে পারে এই পাঁচটি যোগাসনে

সুস্বাস্থ্যের জন্য যোগব্যায়ামের কোনও বিকল্প নেই। বিশ্বজুড়ে বর্তমানে যোগব্যায়ামের জনপ্রিয়তা বেড়েছে দ্বিগুণ। স্বল্প সময়ে এবং সহজেই কোনও ধরনের যন্ত্রাংশ ছাড়াই শরীরচর্চা করার কার্যকরী এই উপায় হলো যোগব্যায়াম। যোগব্যায়াম করলে শুধু অতিরিক্ত ওজনই কমানো যায় না বরং থাকা যায় সুস্থ।

১। স্পিনিক্স পোজ

এই আসনটি ১-২ মিনিট কয়েকবার নিয়মিত করলে কোমরের ব্যথা থেকে দ্রুত নিস্তার পাবেন। প্রথমে উপুর হয়ে শুতে হবে। তারপর ২ টো হাত সামনে রেখে আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করুন। যতটা সম্ভব দুই হাতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করার চেষ্টা করুন। এই ভঙ্গিতেই কয়েক মিনিট থাকার চেষ্টা করুন। প্রতিবার ১-২ মিনিট করে অন্তত ৫ বার এই আসনটি করুন। এই পোজ করার সময় শরীরের ইরেক্টর স্পাইন, গ্লিটাল পেশী, প্যাক্টোরালিস মেজর, ট্র্যাপিজিয়াস ও ল্যাটিসিমাস ডরসীতে চাপ পড়ে। যার ফলে শরীরে নিম্মাংশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ঘটে। মেরুদন্ড হয় শক্তিশালী।

২। ব্রিজ পোজ

এই আসনটি করার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। মাথাব্যথা, কোমরের ব্যথাসহ পেটের মেদ কমে এই আসনে। এই ভাবেই কোমর ভাসমান অবস্থায় ধরে রাখুন। অন্তত ১ মিনিট এই ভাবেই আসনটি করুন। ভালো ফল পেতে৫-১০ মিনিট এই আসনটি করতে পারেন। এই আসনটি করার ফলে আপনার শরীরের রেকটাস এবং ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিস, গ্লুটাস পেশী, ইরেক্টর স্পাইনি ও হ্যামস্ট্রিংসে চাপ পড়ে।

৩। টু নি স্পাইনাল টুইস্ট

শুধু কোমরের ব্যথা নয়, এই আসনটি করলে পিঠ, ঘাড়, মেরুদন্ড ও যাবতীয় ব্যথা দূর হবে। ২ টো পা সমানভাবে উঁচু করে ১ বার ডানদিকে কোমর ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। আবার বামদিকে কোমর ও পা ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এই ভাবে কয়েক মিনিট আসনটি করুন।

৪। ওয়াল সিটস

পিঠ ও কোমরের ব্যথা কমাতে ওয়াল সিটস খুবই দারুণ একটি ওয়ার্কআউট। কোনও চেয়ার কিংবা টুলে বসা নয়, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসার ভঙ্গি করাকে বলা হচ্ছে ওয়াল সিটস। এর জন্য দেয়াল বরাবরা পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রাখা অবস্থাতেই বসার মতো ভঙ্গি করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, দেওয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে রাখতে হবে, পিঠ সরানো যাবে না। এইভাবে ১০ সেকেন্ড থেকে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রাখা অবস্থায়। এরপর আবার বসার ভঙ্গি করতে হবে। এইভাবে ১০-১২ বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৫। প্রেস-আপ ব্যাক এক্সটেনশন

প্রথমে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পরতে হবে এবং ২ টি কনুইয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে কাঁধ উপরের দিকে ওঠাতে হবে। এতে শরীরের উপরের অংশ উপরের দিকে থাকলেও পেট থেকে নিচের অংশ মেঝেতে লেগে থাকবে। এই অবস্থায় যতটা সম্ভব শরীরকে বাঁকাতে হবে উপরের অংশে। এই ভাবে ১০-১২ সেকেন্ড থাকার পর ধীরে আবার সোজা হয়ে শুয়ে পড়তে হবে এবং ১০-১২ সেকেন্ড রেস্টের পর পুনরায় একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

কোমল পানীয় ডেকে আনে আগাম মৃত্যু

চিনি দিয়ে বা কৃত্রিম মিষ্টি দিয়ে তৈরি পানীয় আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ, এসব খাবারের ফলে হৃদরোগ এবং কয়েক ধরনের ক্যান্সারের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। নতুন একটি গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির টি.এইচ. চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথের পরিচালিত ওই গবেষণাটি গত মাসে প্রকাশিত হয়।

গত ৩০ বছর ধরে সারাবিশ্বের ৩৭ হাজার পুরুষ এবং ৮০ হাজার নারীর ওপর এ গবেষণা পরিচালিত হয়। যেখানে দেখা গেছে, চিনি দিয়ে তৈরি হয়েছে এমন পানীয় খাওয়ার ফলে অন্য কোনও কারণ ছাড়াই তাদের আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে গেছে। গবেষণা বলছে, এ জাতীয় পানীয় যত বেশি খাওয়া হবে, তাদের মৃত্যুঝুঁকিও ততই বেড়ে যাবে। গবেষক ও প্রধান লেখক ভাসান্তি মালিক এক বিবৃতিতে বলেছেন, যারা মাসে একবার এরকম চিনি দিয়ে তৈরি পানীয় পান করে। তাদের তুলনায় যারা চারবার পর্যন্ত পান করে। ওদের আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি ১ শতাংশ বেড়ে গেছে।

যারা সপ্তাহতে দুই থেকে ছয়বার পান করে, তাদের বেড়েছে ৬ শতাংশ। আর যারা প্রতিদিন এক থেকে দুইবার চিনির পানীয় খায়, তাদের বেড়েছে ১৪ শতাংশ। যারা প্রতিদিন দুইবারের বেশি এরকম চিনি দিয়ে তৈরি পানীয় পান করে। ওদের আগাম মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়েছে ২১ শতাংশ।

বিশ্বব্যাপী কোমল পানীয় খাওয়ার হার ওই গবেষণায় দেখা গেছে, যারা চিনি দিয়ে তৈরি পানীয় খেয়েছেন, তাদের আগাম হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক এ কারণে যে, সারাবিশ্বে এখন কোমল পানীয় পানের প্রবণতা বাড়ছে। বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউরোমনিটর বলছেন, বিশ্বে এখন কোমল পানীয় পানের হার বছরে গড়ে জনপ্রতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১.৯ লিটারে, যা পাঁচ বছর আগেও ছিল গড়ে ৮৪.১ লিটার।

হার্ভার্ডের গবেষকরা বলছেন, ডায়েট কোমল পানীয় খাওয়া কিছুটা কম ঝুঁকিপূর্ণ। তবে কোমল পানীয়ের বাজারে তাদের অংশ খুবই কম। এরকম পানীয় পানের হার বছরে জনপ্রতি মাত্র ৩.১ লিটার। দেখা গেছে, বিশ্বে এখন কোমল পানীয় পানের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে চীন। বছরে দেশটির একজন নাগরিক এ জাতীয় পানীয় গ্রহণ করে ৪১০.৭ লিটার।

এরপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (৩৫৬.৮ লিটার), স্পেন (২৬৭.৫ লিটার), সৌদি আরব (২৫৮.৪ লিটার), আর্জেন্টিনা (২৫০.৪ লিটার)। এই পরিসংখ্যান হিসাবে চীনে একজন বাসিন্দার গড় কোমল পানীয় পানের হার প্রতিদিন এক লিটারেরও বেশি।

ক্যালোরির হিসাব নিকাশ

চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটে ২০১৫ সালে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, একজন আমেরিকান প্রতিদিন চিনিযুক্ত পানীয় থেকে ১৫৭ ক্যালোরি গ্রহণ করে। যেটি এক ক্যান কোমল পানীয়ের চেয়ে একটু বেশি। যেমন কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৩৩০ মিলিলিটারের এক ক্যান কোকাকোলায় ৩৫ গ্রাম চিনি রয়েছে, যা সাত চা চামচ চিনির সমান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ হলো, প্রতিদিন ৫০ গ্রামের বেশি চিনি খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যখন ওই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন কোমল পানীয় খাওয়ার তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না।

চীনের একজন নাগরিক প্রতিদিন গড়ে ১৮৮ ক্যালোরি গ্রহণ করছেন। যদিও এ হিসাব ছিল দেশটিতে চিনির ওপর শুল্ক বাড়ানোর আগে। শুল্ক বাড়ার পর মাসে চিনির তৈরি পানীয় খাওয়ার হার কিছুটা কমেছে। বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে চিনি দিয়ে তৈরি পানীয়ের ওপর নানা ধরনের কর রয়েছে। এ কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, এ গবেষণা এটাই প্রমাণ করছে, আরো অনেক দেশের এরকম কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

হার্ভাডের পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যাপক ওয়াল্টার উইলেট বলছেন, এ গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছে, শিশু ও তরুণদের কাছে চিনিযুক্ত পানীয়ের প্রচার সীমিত করা উচিত। সেই সঙ্গে সোডা জাতীয় পণ্যের ওপর কর বসানো উচিত। কারণ এ জাতীয় চিনির পানীয় খাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে যেসব রোগের শিকার হতে চিকিতা ব্যয় হয়, বর্তমান কোমল পানীয়ের মূল্য থেকে সেই খরচ আসছে না। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একটি বড় উদ্বেগ হলো, এ জাতীয় চিনিযুক্ত কোমল পানীয় প্রভাব শিশু এবং তরুণদের ওপর যেসব প্রভাব ফেলছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, বিশ্বে পাঁচ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে স্থূলতার হার ১৯৭৫ সালেও ছিল ১১ মিলিয়ন, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৪ মিলিয়ন। তবে সাম্প্রতিক এ গবেষণা বলছে, অতিরিক্ত কোমল পানীয় খেলে তার প্রভাব হতে পারে আরো ভয়াবহ।

দুধ কি আপনার ত্বকের প্রধান শত্রু?

দুধ আমাদের শরীরের জন্য আদর্শ একটি খাবার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আপনার যদি তৈলাক্ত ত্বক হয় এবং ব্রণের সমস্যা থাকে, সে ক্ষেত্রে দুধ কতটা উপকারী জানেন কি? আপনি হয়তো স্কিনের জন্য অনেক ক্রিম, সিরাম ব্যবহার করে যাচ্ছেন; কিন্তু আপনার ফ্রিজেই আছে সমস্যার সূত্রপাত।

শরীরের জন্য দুধ কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে আপনার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্কিন যদি তৈলাক্ত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তৈরি হবে জটিলতা। দুধের কারণে কেন সমস্যা তৈরি হয়:

দুধ আমাদের হরমোনকে প্রভাবিত করে যা ত্বকে তেল উতাদন করে। এই অতিরিক্ত তেলের কারণে পরবর্তী সময়ে স্কিনে ব্রণ হয়। বিশেষ করে চর্বিযুক্ত দুধ খেলে এই সমস্যা বেশি হয়। কম ফ্যাটযুক্ত দুধেও চিনির পরিমাণ বেশি থাকে, যা সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। শুধু দুধ নয়, অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য যেমন- পনির, ক্রিমেও এই সমস্যা তৈরি হতে পারে। এর অর্থ হলো আপনি সকালে যে কফি খাচ্ছেন বা যে পিজ্জা খাচ্ছেন, তাতেও আপনার সমস্যা আরো জটিল হচ্ছে। আপনার স্কিনকে কিভাবে ভালো রাখবেন?

ভালো স্কিন পেতে হলে ধীরে ধীরে আপনার খাদ্যতালিকা থেকে দুগ্ধজাতীয় খাবারগুলো বাদ দিন। একবারে নয়, তবে ধীরে ধীরে আপনার খাদ্যতালিকা ঠিক করে ফেলুন। এতে করে নিজেই স্কিনের পরিবর্তন লক্ষ করবেন।

সঠিক স্কিনকেয়ার রুটিন, সঠিক পণ্য এবং একটি দুগ্ধমুক্ত ডায়েটের সঙ্গে আপনার ত্বক উজ্জ্বল এবং ব্রণমুক্ত হবে মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে। প্রয়োজনে আপনি দুধের বিকল্প হিসেবে বাদামের দুধ খেতে পারেন। যদি আপনি এখনো আপনার পছন্দসই খাবারগুলো চান, তবে ভালো খবরটি হলো- আপনার দুগ্ধের পছন্দের বিকল্পের জন্য বাদামের দুধসহ আরো অনেক বিকল্প রয়েছে।

সকালে বেশি সময় ঘুম হতে পারে অকালমৃত্যুর কারণ

মানবদেহ সুস্থ রাখতে রাতে জলদি ঘুমাতে যাওয়া যেমন গুরত্বপূর্ণ, তেমনি সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠারও কোনো বিকল্প নেই। প্রবাদ আছে, জলদি ঘুমাতে যাওয়া ও জলদি ঘুম থেকে ওঠা সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান ও সম্পদের পূর্বশর্ত। সম্প্রতি এই প্রবাদকেই আরও একবার সত্য প্রমাণিত করেছেন যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক।

যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক সম্প্রতি এই বিষয়ে বিশদ গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় অংশ নিয়েছেন ৪ লাখের বেশি মানুষ। গবেষণায় তাদের দাবি, যারা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন, তাদের অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

গবেষকদের মতে, যাদের রাতে জেগে থাকার বদভ্যাস রয়েছে, তাদের ৯০ ভাগই নানা মানসিক রোগের শিকার। অন্যদিকে দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়ে।

গবেষণা হয় যুক্তরাজ্যের ৪ লাখ ৩৩ হাজার মানুষের ওপর। যারা নিয়মিত সকালে ওঠেন, মাঝে মাঝে সকালে ওঠেন, যারা মাঝে মাঝে রাত জাগেন এবং যারা নিয়মিত রাত জেগে থাকেন-এমন ব্যক্তিদের ওপর গবেষণা চালানো হয়। যাদের বয়স ছিল ৩৮ থেকে ৭৩ বছর। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, যারা নিয়মিত সকালে ঘুম থেকে ওঠেন তাদের অকাল মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম। আর যারা অনিয়মেই চলতে থাকেন তাদের এই ঝুঁকি বাড়তেই থাকে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, 'আমরা দেখেছি রাতে জেগে থাকার অভ্যাস যারা গড়ে তুলেছেন তাদের ৯০ শতাংশই মানসিক রোগের শিকার। আর ৩০ শতাংশের থাকে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি। এছাড়া স্নায়ুবিকসহ নানা রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এছাড়া যারা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন তাদের গড় আয়ু নিয়মিত ঘুমাতে যাওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় ৬ বছর কম।' মানবদেহের দেহঘড়ি সুস্থ রাখতে তাই নিয়ম করে ঘুম থেকে ওঠার কড়া পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। পাশাপাশি ভালো ঘুমের জন ঘুমের সময় মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ব্যবহার না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

টয়লেট সিটের চেয়ে ৪০,০০০ গুণ বেশি জীবাণু জলের বোতলে, দাবি গবেষণার

একটা জলের বোতল কিনলে আমরা তা মাসের পর মাস ব্যবহার করতে থাকি। মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে নিলেই কাজ চলে যায়। এই যে গরমকাল আসছে, এবার ফ্রিজেও জায়গা করে নেবে জলের বোতল। জলের বোতল হল এমন এক জিনিস, যার বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এবার বিকল্প খুঁজে নেওয়া দরকার। সম্প্রতি এক গবেষণায় জলের বোতল নিয়ে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে, যা চমকে দিতে পারে আপনাকে।

একটা টয়লেট সিটে যে পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া থাকে, তার চেয়ে ৪০ হাজার গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে পুনঃব্যবহারযোগ্য জলের বোতলে।

আমেরিকার ওয়াটার ফিল্টার গুরু নামের এক সংস্থা এই গবেষণাটি করে। জলের বোতলে টয়লেট সিটের চেয়ে ৪০,০০০ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। এই তথ্য সত্যি চমকে দেওয়ার মতো। দিনের পর দিন আমরা একই জলের বোতল থেকে জল খাচ্ছি। সুতরাং, বুঝতে পারছেন আমাদের শরীরে ঠিক কতটা প্রভাব ফেলছে জলের বোতল? গবেষণায় দাবি জানানো হয়েছে যে, জলের বোতলে থাকা এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এমনকী এই ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডিগুলোকে নষ্ট করে দেয়। যার জেরে অ্যান্টিবায়োটিক খেলেও খুব একটা কার্যকর হয় না।

এখন আপনি দাবি জানাতে পারেন যে, জলের বোতল থেকে জল খেয়ে কোনওদিন অসুস্থ হইনি। আপনার এই দাবি যৌতিকও। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ডাঃ সাইমন ক্লার্ক এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের মলিকিউলার মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ডঃ অ্যান্ড্রু এডওয়ার্ডস এই প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক পোস্টকে জানিয়েছেন যে, মানুষের মুখের মধ্যে অসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। সুতরাং, এটা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয় যে জলের বোতলে ব্যাকটেরিয়া থাকবে না। কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের জন্য কতটা ক্ষতিকারক সেটা জানা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলের বোতলগুলো উচ্চ সংখ্যক ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু জলের বোতলে যে সব ব্যাকটেরিয়া থাকে, সেগুলো প্রথম থেকেই মানুষের মুখের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং, এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বিপজ্জনক সেটাও কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না।

গবেষকরা জলের বোতলের পরিচ্ছন্নতাকে গৃহস্থালীর বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছে। যেমন রান্নাঘরের সিঙ্কের চেয়ে দ্বিগুণ, কম্পিউটার মাউসের চারগুণ এবং পোষা প্রাণী খাবারের বাটি থেকে ১৪ গুণ বেশি জীবাণু রয়েছে জলের বোতলের মধ্যে। তাহলে এখন উপায় কী? সেই টিপসও শেয়ার করেছেন বিশেষজ্ঞেরা। গবেষকরা দিনে অন্তত একবার গরম লিকুইড সাবান দিয়ে জলের বোতলগুলো ধোয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আর সপ্তাহে অন্তত একবার এটি স্যানিটাইজ করা জরুরি বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ব্রেকফাস্টে এই খাবারটি খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে সুগারব্লাড প্রেশার আর সুগার

সুগারব্লাড প্রেশার আর সুগার, একবার এই দুই রোগের কবলে পড়লে আর নিস্তার নেই। বিশেষ করে রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়লে তো আর কথাই নেই ! আমৃত্যু আপনার সঙ্গী হবে এই রোগ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডায়াবিটিস বংশানুক্রমিক। তবে টেকনোলজি-নির্ভর জীবনযাত্রা এবং স্ট্রেসের কারণে রোগ কম বয়সেই কড়া নাড়ছে। আপনিও কি এই রোগের শিকার ? তাহলে তো ডায়াবিটিস রোগের মোকাবিলা করতে কী করণীয়? রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কড়া ডায়েট মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। ডায়াটিশিয়ানদের মতে, সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বিশেষ কিছু খাবার। সেই তালিকায় রয়ছে বেসনও। বেসন ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী। বেসন স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। কারণ, বেসন পুষ্টিগুণে ভরপুর। যদিও অনেক খাবার তৈরিতে বেসন ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আপনি কি কখনও বেসন চিল্লা খেয়েছেন ? বেসন চিল্লা খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি স্বাস্থ্যকরও। বেসন চিল্লা খেলে অনেক উপকারও পাওয়া যায়। এতে উপস্থিত পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন কে, কপার, জিঙ্ক, ফাইবার, আয়রন, সোডিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো উপাদান নানাভাবে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। সুগার রোগীদের কেন বেসন খাওয়া উচিত, তা জেনে নিন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য বেসন চিল্লা খুবই উপকারী। কারণ এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। হাড়ের জন্যও উপকারী এই খাবার। বেসন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে রয়েছে ম্যাগনেশিয়ামও, যা হাড়কে মজবুত করে এবং হাড় সংক্রান্ত নানা সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদদের মতে, বেসন চিল্লায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবারও রয়েছে, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে এবং হার্ট সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি কমায়।

“আদালত অবমাননার যোগ্য“, মমতার মন্তব্যে তোপ বিকাশের

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। “কথায় কথায় চাকরি খাবেন না”” চাকরিহারাদের জন্য আবেগপ্রবণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ক্ষমতায় আসার পর একটা সিপিএম ক্যাডারের চাকরি খাইনি। তাহলে তোমরা কেন খাচ্ছো?” স্কুলের চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর নামে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে তোপ দাগলেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য।

বুধবার এই প্রতিবেদককে বিকাশবাবু বলেন, “নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত দুর্নীতির দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যখন তদন্তের মাদ্যমে ষত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে, আদালতের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থা একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসছে, তখন উনি নানা মন্তব্য করে বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। এটা আদালত অবমাননার যোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করে সুস্থভাবে বিচারব্যবস্থার পরিবেশ তৈরি করে দিন।“

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট স্থপতি তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল দীপঙ্কর সিনহার মন্তব্য, ”মাননীয়া, প্রতিটি চাকরি চোরের মৃত্যুর জন্য দায়ী আপনিই। ওরা চাকরি ও টাকা, দুটোই হারিয়ে মরছে। চাকরি চোরদের টাকা ফিরিয়ে দিন, ওরা চাকরি গেলেও মরবে না। আপনি চুরির টাকা বাঁচাতে চাইছেন।”

পুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে বেলেঘাটা মেন রোডে দুই পাড়ার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। পুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে বেলেঘাটা মেন রোডে দুই পাড়ার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ভেঙে দেওয়া হয় চেয়ার, সাউন্ড বক্স। গন্ডগোল থামাতে গিয়ে আহত হন ২ পুলিশ কর্মী। তাঁদের এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্রের খবর, কোন পাড়া পুজোর আয়োজন করবে? এই নিয়ে গতকাল রাত ২টো নাগাদ গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। একপক্ষ অন্যপক্ষের ওপর চড়াও হয়ে মারধরও করে বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। পরে বেলেঘাটা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এর আগে ৪ জানুয়ারি রাতে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলেঘাটা মেন রোড। দুই গোষ্ঠীই বেলেঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। দু’পক্ষের সদস্যরাই নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মী বলে দাবি করে। এই দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে দু’জনের মাথা ফাটে বলেও অভিযোগ। এমনকী সংঘর্ষের সময় বোমা ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বেলেঘাটা থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে।

গত রাতের ঘটনায় পুলিশের তরফে থানায় স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

শাসকপক্ষের রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই বিরোধীদের টার্গেট করছে বিজেপি : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠীর নেতা ও সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বুধবার কটাক্ষের সুরে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, শাসকপক্ষের রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই বিরোধীদের টার্গেট করছে বিজেপি ও তাঁদের সরকার।

বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, শাসকপক্ষের রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই বিরোধীদের টার্গেট করছে বিজেপি এবং তাঁদের সরকার। যারা সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে তাঁদেরই টার্গেট করা হয়েছে। তাঁদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। বিরাট কেলেঙ্কারিতে জড়িত গৌতম আদানিকে কোনও সমন পাঠানো হয়নি। আমরা জানতে চাইব কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না?

শহরের তিন অভিজাত হোটেলের কফি শপের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ চেয়ে পাঠাল ইডি

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কলকাতার তিন অভিজাত হোটেলের কফি শপের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ চেয়ে পাঠাল ইডি।

বুধবার ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কফি শপগুলিতে হয়েছে একাধিক বৈঠক হয়েছে। ইডি-র দাবি, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরায় এই তথ্য মিলেছে। শান্তনু ও কুন্তল ঘোষ ছাড়া বৈঠকে কারা থাকতেন, তা জানতেই শহরের তিন অভিজাত হোটেলের কফি শপের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ চাওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবশেষে দল থেকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। কুন্তলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয় গ্রেফতারির ৫২ দিনের মাথায়। আর শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে গ্রেফতারির পাঁচ দিনের মাথায় বহিষ্কারের কথা জানায় তৃণমূল।

২১ জানুয়ারি, গ্রেফতার হন, যুব তৃণমূলের সম্পাদক কুন্তল ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ করা হল। স্বতঃপ্রণোদিত আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার আবেদন করেছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিচারপতি টিএস শিবাগনানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবারের মধ্যে হলফনামা দাখিলের পরামর্শ বিচারপতির।মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের কিছু অংশ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের একাধিক অংশ নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। তাঁকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”প্রধান বিচারপতি এখানে নেই, আমি সুব্রতদাকে বলব, যিনি এখানে আছেন, এটা আমার ব্যক্তিগত মত, দয়া করে এত সহজে চাকরি কেড়ে নেবেন না। ”বক্তব্যের এই অংশ ছাড়াও একাধিক অংশ নিয়ে অভিযোগ তোলা হয়েছে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর মামলায়। প্রসঙ্গত, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, প্রাথমিক, নবম-দশম সব নিয়োগ-মামলাই বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন।

ভার্চুয়াল শুনানিতে ”অপা”র প্রেম, ক্ষোভ ও ব্যঙ্গ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। “বুকে হৃদয় এঁকে দেখালেন পার্থ, মুচকি হেসে জবাব দিলেন অর্পিতাও, ভার্চুয়াল শুনানিতে ”অপা”র প্রেম”। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় বুধবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন পোস্টের জেরে ক্ষোভ ও ব্যঙ্গ উগরে দিয়েছেন নেটনাগরিকরা।প্রতিক্রিয়ায় স্বপন কুমার সাউ লিখেছেন, “নির্লজ্জতার আর ও কত রুপ যে দেখতে হবে!” শৌভিক পালই লিখেছেন, “স্যার আর একটু ওয়েট রোমান্টিক গল্প এবারে শেষ হবে।” প্রসূণ ঘোষাল লিখেছেন, “বিকেলে ভোরের ফুল”।

সিবিআই তলব পেয়েই নিজাম প্যালেসে ‘কালীঘাটের কাকু’

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ‘কালীঘাটের কাকু’কে তলব করল সিবিআই। তলব পেয়েই বুধবার নিজাম প্যালেসে হাজির হন ‘কালীঘাটের কাকু’ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতেই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল।বুধবার সকাল ১১টার কিছু আগেই নিজাম প্যালেসে হাজির হন ‘কালীঘাটের কাকু’ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।নিজাম প্যালেসে ঢোকার মুখে ‘কীলাঘাটের কাকু’ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলেন, ‘কেন ডাকল জানি না। নোটিসও দেয়নি। হাতে লেখা কাগজ দিয়ে এসেছিল গতকাল সন্ধে সাড়ে ছ’ টায়। তাই চলে এসেছি। আমি এসবের কিছুই বুঝি না। আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও এসেছি। এর পরেও বলবে আমি তদন্তে অসহযোগিতা করছি।’

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র জালে যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুন্তল ঘোষ। তাঁর মুখ থেকেই প্রথম ‘কালীঘাটের কাকু’র কথা শুনেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন তাপস মণ্ডল। পরে ‘কালীঘাটের কাকু’র নাম গোপাল দলপতির মুখেও শোনা যায়।

রাহুলের মন্তব্যকে ঘিরে বুধেও উত্তাল সংসদ, দু”টো অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর গণতন্ত্র সম্পর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বুধবারও উত্তাল হল সংসদ। বিরোধী দল এবং ট্রেজারি বেঞ্চের মধ্যে উপর্যুপরি স্লোগান ও হইহট্টগোলের জেরে দুপুর দু”টো পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যক্রম মুলতবি করা হয়েছে। এদিন আদানি ইস্যুতেও লোকসভা ও রাজ্যসভায় হইচই করেন বিরোধী সাংসদরা। গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন।

বুধবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। কিন্তু অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসভায় বিরোধী সাংসদরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁরা আদানি গ্রুপের স্টক ম্যানিপুলেশনের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) তদন্তের দাবি জানান। একই অবস্থা ছিল রাজ্যসভাতেও। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর দু”টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

চোরাপথে চাকরিপ্রাপ্তদের সমর্থনে মমতা, তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। চোরাপথে চাকরি পাওয়াদের প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, “কথায় কথায় চাকরি কেন খাচ্ছেন? যারা ভুল করেছে, তাদের আবার সুযোগ দিন”, বললেন আবেগপ্রবণ মমতা। ঘুষের টাকাটা ফেরত দিলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ! আবেগ-টাবেগ কিছুরই আর দরকার হয় না !”

অপর টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, “মাঝে মাঝে শুনি, ঘুষ খাওয়া-ঘুষ দেওয়া, দুটোই নাকি সমান দোষ। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

যে দরিদ্র পিতা তার অসুস্থ ছেলেকে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করতে বহুদূর থেকে এসেছেন তাঁকে যদি বলা হয়, অমুক দালালকে টাকা না দিলে বেড পাবেন না ও তিনি ঘুষ দিতে বাধ্য হন, তখন কি তাঁর ওই দালালের সমান দোষ?“

২৪ মার্চ কে কবিতার আবেদন শুনবে শীর্ষ আদালত, অন্তর্বর্তী সুরক্ষার আর্জি প্রত্যাখ্যান

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র এমএলসি ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর কন্যা কে কবিতা। পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সমনকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কে কবিতা। বুধবারই সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কে কবিতা। আগামী ২৪ মার্চ বিআরএস নেত্রীর আবেদন শুনবে আদালত। তবে, কে কবিতার অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আর্জি প্রত্যাখ্যান করেছে শীর্ষ আদালত।

উল্লেখ্য, দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় কে কবিতাকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে প্রবর্তন নির্দশালয়। পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার ফের তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। তার আগে বুধবারই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কে কবিতা। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পিএস নরসিমহার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ আগামী ২৪ মার্চ কে কবিতার আবেদনের শুনানি করতে সম্মত হয়েছে। কে কবিতার আইনজীবী এদিন সর্বোচ্চ আদালতে বলেন, ’একজন মহিলাকে কি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে ডাকা যেতে পারে?। এটি ’সম্পূর্ণভাবে আইন বিরোধী’।

এমাসে কলকাতায় আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, নাগরিক সংবর্ধনা দেবে রাজ্য

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : আগামী ২৭ মার্চ সকালে কলকাতায় আসছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সূত্রের খবর, আর ওইদিন বিকেলে নবান্নের তরফে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত তাঁর উদ্যোগেই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে যে বিরোধী প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল, সেই উদ্যোগে শামিল হয়েছিলেন মমতাও। সেই বিরোধী প্রার্থী ছিলেন দেশের প্রাক্তন মন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা। তিনি তখন ছিলেন তৃণমূলের সদস্য। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাম ঘোষণার পরে যশোবন্ত তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। প্রত্যাশিত ভাবেই তিনি বিজেপি তথা এনডিএ প্রার্থীর কাছে হেরে যান। দ্রৌপদীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর মমতা বলেছিলেন, আগে বিজেপি তথা এনডিএ দ্রৌপদীর নাম নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি আদিবাসী প্রার্থীকেই সমর্থন করতেন। অনেকেই মনে করছেন, সেই কারণেই মমতা স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে দ্রৌপদীকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে উদ্যোগী হয়েছেন।

ছত্তিশগড়ের ইটভাটায় শ্বাসকষ্টে মৃত্যু ৫ জনের, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা ব্যথিত ভূপেশ বাঘেলের

রায়পুর, ১৫ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলার গধফুলঝাড়ে একটি ইট ভাটায় শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ শ্রমিকের। বিষাক্ত ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন পাঁচজন শ্রমিক, ইটভাটাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়। পুলিশের অনুমান, শ্বাসরোধে ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকরা মহাসমুন্দ জেলার গধফুলঝাড় গ্রামের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, শ্রমিকরা নিজেদের তৈরি করা কিছু ইটের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, পরে তাঁদের মৃত্যু হয়। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, ইটভাটায় পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাশিয়ার যুদ্ধবিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত মার্কিন ড্রোন, রুশ রাষ্ট্রদূতকে তলব

ওয়াশিংটন-মস্কো, ১৫ মার্চ (হি.স.) : কৃষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার বিমানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমেরিকার একটি ড্রোন বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ওয়াশিংটন। আর এ ঘটনার জন্য রাশিয়ার সমালোচনা করছেন আমেরিকার রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তারা।

মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, মঙ্গলবার কৃষ্ণসাগরের উপর রুশ সুখোই-২৭ জেট বিমানের সঙ্গে মার্কিন এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের ধাক্কা লাগে এবং ড্রোনটি কৃষ্ণসাগরে বিধ্বস্ত হয়। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল। ইউএস এয়ার ফোর্সের ইউরোপ ও আফ্রিকার কমান্ডার জেনারেল জেমস হেকার বলেছেন, আমাদের এমকিউ-৯ ড্রোনটি আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় রুটিন অপারেশন চালাচ্ছিল। সেই সময় একটি রুশ বিমান এর সামনে এসে যায় ও ড্রোনটিকে ধাক্কা মারে। ফলে ড্রোনটি ভেঙে পড়ে। রুশদের এই অনিরাপদ ও অপেশাদার কাজের ফলে দুটি উড়োজাহাজ প্রায় বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছিল।

ওয়াশিংটন এ ঘটনায় রাশিয়ার নিন্দা জানিয়েছে। এই সংঘর্ষকে রাশিয়ার ‘বেপরোয়া পদক্ষেপ’ বলে উল্লখ করেছে। এই ঘটনায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, এই অঞ্চলে রুশ বিমানের মুখোমুখি হওয়া সাধারণ ঘটনা।

প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে এই ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ রাশিয়ার এই পদক্ষেপ ছিল অনিরাপদ ও অপেশাদার। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বেপরোয়া পদক্ষেপ।

এদিকে, ড্রোন কৃষ্ণসাগরে বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় ওয়াশিংটনে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনের নজরদারির কাজ ব্যাহত করতে রাশিয়া এই ঘটনা ঘটিয়েছে নাকি সেটি নামানোর জন্য বেপরোয়া হামলা চালানো হয়েছে? মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, ওই অঞ্চলে নিজেদের জঙ্গিবিমানের সঙ্গে সমন্বয় করে রাশিয়ার বৈমানিকেরা ‘গুরুতর কাজ’ করেছেন।

সে কারণে যে রুশ বৈমানিক জঙ্গিবিমানটিকে মার্কিন ড্রোনের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তা ভুলবশত করে থাকতে পারেন। তবে এটা যদি যুক্তরাষ্ট্রের একটি উড়োজাহাজের ওপর রাশিয়ার যুদ্ধবিমানের বেপরোয়া হামলা হয়ে থাকে তাহলে তা বড় ধরনের উসকানি হিসেবে দেখা দেবে। এতে উত্তেজনা নতুন রূপ নেবে।

তবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাশিয়ার বিমান কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেনি বা ড্রোনটির সংস্পর্শে আসেনি। ক্রিমিয়া উপদ্বীপের কাছে কৃষ্ণসাগরের ওপর একটি মার্কিন মানববিহীন ড্রোন শনাক্ত করে রাশিয়া। যা রুশ সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জন্য রাশিয়া যে অস্থায়ী আকাশপথ তৈরি করেছে, ড্রোনটি তা লংঘন করছিল। ওই ড্রোন চিহ্নিত করার জন্য যুদ্ধ বিমান পাঠায় রাশিয়া। কিন্তু বাক বদল করতে গিয়ে এমকিউ—৯ ড্রোনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাগরে পড়ে যায়।

“কিছু মামলায় নিজেই সওয়াল করব, অন্তরের কথা বলব“”, মমতার মন্তব্যে সরব নেটানাগরিকরা

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন অন্তরের কথা বলতে আগ্রহী। বুধবার সকাল ৯ টায় খবরটি সামাজিক মাধ্যমে আসার ১৪ ঘন্টা বাদে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৭৫৪, ১২২ ও ৮। মন্তব্যে প্রায় সকলেরই সমালোচনা বা ব্যাঙ্গের সুর।

হীরক দে লিখেছেন, “এটা তো খুব দরকার ওনার দলে, রত্নদের হয়ে আর কতদিন বাইরের লোক লড়বে।“ দেবব্রত জানা লিখেছেন, “আর কোন কোন দিকগুলো বাকি আছে বা কোন গুলোর প্রতি আগ্রহ আছে একটু বলে দিন এত প্রতিভা রাখেন কোথায়?

রূপম মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “ভাগ্যিস বলেননি যে কয়েকটি মামলা শুনে রায় ঘোষনা করতে চান!”

অরিন্দম ঘোষ লিখেছেন, “কেন কোর্ট টা কি কার্টুন স্টুডিও নাকি?“ অরিজিৎ মিত্র লিখেছেন, “নিজের কেসটা আপনাকে নিজেই লড়তে হবে।” অর্ণব মণ্ডল লিখেছেন, “মনে হচ্ছে দরকার পড়তে পারে!“ অভিজিৎ মান্না লিখেছেন, “সেটাই করা উচিৎ, দলের সবাই যেভাবে জেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে একে একে লাইন দিয়ে উকিল কম পড়বে ভবিষ্যতে।

তন্ময় দাস লিখেছেন, “বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একধারে যেমন কবি, লেখক, শিল্পী, প্রশাসক তেমন অন্য ধারে আইনজীবী।”

উজ্জ্বল মুখার্জি লিখেছেন, “সে কি, আসলটাই তো বাদ দিলেন। ট্রেড মিলে হাঁটতে হাঁটতে রাজ্যের বাজেট বানাতে পারে এমন ভারতের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও গীতিকার, সুরকার, রাস্তার ধারের দোকানে সিঙ্গারা ভাঁজ করা, চা বানানো, বাড়ির কালীপুজো তে ক্যামেরা অন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কড়াই তে খুন্তি নেড়ে ডাল ভাজা, রাজ্য টাকে ঋণে জর্জরিত করে ফেলতে পারা, গুন্ডা কন্টোল করা - গুণের শেষ আছে না কি?”

সুভাষ রায় লিখেছেন, “বাপ্রে! টুরু অলরাউন্ডার।ওটাই তো ভবিষ্যতে করতে হবে!“ সঞ্জীব দাস লিখেছেন, “ভাই ধামা চাপা দেওয়ার জন্য নিজের হয়ে লড়বে। আমি চুরি করলে আমি একই কথা বলবো।“

প্রসঙ্গত, ঋষি অরবিন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষে মঙ্গলবার আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আলিপুর কোর্ট চত্বরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বাবুল সুপ্রিয় সহ অন্যান্যরা। বার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিন ওই অনুষ্ঠানে একাধিক বিষয় নিয়ে মুখ খোলার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সত্ত্বা প্রকাশিত হয়। মমতা বলেন, ’আমি কখনও কখনও ভাবি নিজেই গিয়ে কোর্টে প্র্যাকটিস করি। কিন্তু, আমি সময় পেয়ে উঠছি না। তবে ভাবছি কিছু কিছু মামলায় নিজেই সওয়াল করব। কারণ তাতে নিজের অন্তর কথা বলতে পারব। ব্রিফ করা আর নিজের অন্তরের কথা বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই সেই কারণে আমাকেও সুযোগ দেবেন।’

বারামুল্লায় গ্রেফতার লস্করের এক সহযোগী

বারামুল্লা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বারামুল্লা জেলা থেকে সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার এক পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পুলিশের মতে, ধৃতের নাম আলি মহম্মদ ভাট। সে বোনিচকল আরামপোরা পত্তনের বাসিন্দা। সিংপোরা পাত্তান এলাকায় পুলিশের ২ ব্যাটালিয়ন, সেনাবাহিনীর ২৯ আরআর এবং এসএসবির একটি চেকপোস্টে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। তল্লাশিতে সেখান থেকে একে-৪৭ এর ৭১টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিনের হোটান

বেজিং, ১৫ মার্চ (হি.স.) : : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিন। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৭। জানা গিয়েছে, বুধবার দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের অন্যতম শহর হোটানে কম্পন অনুভূত হয়। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক এবং সিরিয়া। কম্পনের জেরে মৃতের সংখ্যা ৪০ হাজার পার করেছে। যা নিয়ে এখনও আতঙ্ক কাটেনি বিশ্বের।

লাড্ডু বিতরণকে ঘিরে বিজেপি ও আরজেডি-র মধ্যে ঝামেলা, ধুন্ধুমার বিহার বিধানসভা চত্বরে

পাটনা, ১৫ মার্চ (হি.স.): লাড্ডু বিতরণকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বিহার বিধানসভা চত্বরে। বচসায় জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি ও আরজেডি বিধায়করা। চাকরির বিনিময়ে জমি মামলায় বুধবারই দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিন পেয়েছেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী ও মেয়ে মিসা ভারতী। এই সুখবর বিহারের পৌঁছনোর পর উল্লাসে মেতে ওঠে আরজেডি শিবির।

আরজেডি বিধায়করা এদিন বিধানসভা আসা বিজেপি বিধায়কদের মিষ্টি মুখ করার জন্য লাড্ডু সাধেন। কিন্তু, বিজেপি বিধায়করা সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। বিজেপি ও আরজেডি বিধায়করা বচসা, এমনকি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন।

কোটার হস্টেল থেকে পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কোটা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : হস্টেল থেকে উদ্ধার পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। রাজস্থানের কোটার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের চম্পারনের বাসিন্দা ওই পড়ুয়ার নাম শেম্বুল পারভীন (১৮)। ওই তরুণী কোটায় মেডিকেল এন্ট্রান্সের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কোটায় একটি হস্টেলে থাকতেন তিনি।

মঙ্গলবার হস্টেলে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে বুধবার পুলিশ জানিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এটা আত্মহত্যা। তরুণীর বাবা-মা জানিয়েছেন, এক বছর আগে শেম্বুল কোটার একটি কোচিং ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় কম নম্বর ও হস্টেলের খাবার নিয়ে হতাশ ছিলেন তিনি। গতকাল তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। যদিও পুলিশ কোনও সুইসাইড নোট পায়নি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

সংসদে শান্তি ফিরছেই না, দিনের মতো মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর গণতন্ত্র সম্পর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বুধবারও উত্তাল হল সংসদ। বিরোধী দল এবং ট্রেজারি বেঞ্চের মধ্যে উপর্যুপরি স্লোগান ও হইহট্টগোলের জেরে প্রথমে দুপুর দু”টো এবং পরে দিনের মতো লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যক্রম মুলতবি করা হয়েছে। এদিন আদানি ইস্যুতেও লোকসভা ও রাজ্যসভায় হইচই করেন বিরোধী সাংসদরা। গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন।

বুধবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। কিন্তু অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসভায় বিরোধী সাংসদরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁরা আদানি গ্রুপের স্টক ম্যানিপুলেশনের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) তদন্তের দাবি জানান। একই অবস্থা ছিল রাজ্যসভাতেও। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর দু”টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে উভয়কক্ষের অধিবেশন শুরু হলেও, হইহট্টগোল চলতে থাকে। তাই দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।

লক্ষাধিক টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে; এলআইসি, এসবিআই ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): আদানি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বললেন সরকারি সম্পত্তি কেনার জন্য একজনকেই টাকা দিচ্ছে সরকার। একইসঙ্গে খাড়গের অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে; এলআইসি, এসবিআই ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আদানি ইস্যুতে বুধবার সংসদ থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর অফিস পর্যন্ত মিছিল করেছেন বিরোধীরা। এই মিছিল থেকেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আদানি কেলেঙ্কারি ইস্যুতে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্য আমরা সবাই ইডি-র ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কিন্তু সরকার আমাদের বিজয় চকের কাছাকাছি কোথাও যেতে দিচ্ছে না, তাঁরা আমাদের থামিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। এলআইসি, এসবিআই এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, সরকারি সম্পত্তি কেনার জন্য সরকার একজনকেই টাকা দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এমন কাউকে উৎসাহিত করছেন, যার আগে কম সম্পদ ছিল। কিন্তু এখন ১৩ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদে প্রসারিত হয়েছে। এটা কিভাবে ঘটেছে? টাকাটা কে দিচ্ছে? তদন্ত হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও আদানির মধ্যে সম্পর্ক কী? খাড়গের কথায়, আমরা ১৭-১৮টি রাজনৈতিক দলের সমস্ত সাংসদ এখানে আছি এবং আমরা জানতে চাই কিভাবে আদানি ২.৫ বছরের মধ্যে লক্ষ কোটি টাকা করেছে।। আমরা ২০০ জন এবং এখানে ২০০০ পুলিশ কর্মী আছে, তাঁরা আমাদের কণ্ঠকে দমন করতে চায়।

সংসদীয় নির্বাচনে ভোটারদের বাধ্যতামূলক ভোটদানে জনস্বার্থ মামলা দিল্লি হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : দেশের সবস্তরের সংসদীয় নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানে বাধ্যতামূলক ভোটদানের জন্য বুধবার দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) দায়ের করা হয়েছে। ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বাধ্যতামূলক ভোটদানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-র কাছে নির্দেশ চেয়ে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারী আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায় বাধ্যতামূলক ভোটের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য আইন কমিশনের নির্দেশ চেয়েছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, কম ভোটার উপস্থিতি ভারতে একটি স্থায়ী সমস্যা। বাধ্যতামূলক ভোটদান ভোটারদের উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি নাগরিকের একটি কণ্ঠস্বর রয়েছে এবং সরকার জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধি। যখন ভোটারদের উপস্থিতি বেশি হয়, তখন সরকার জনগণের কাছে আরও দায়বদ্ধ থাকে এবং তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সুরকার প্রয়াত নৃপতি ভৌমিককে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। শ্রদ্ধায় স্মরণ রাজ্যের বিশিষ্ট সুরকার প্রয়াত নৃপতি ভৌমিককে। ১৫ তম মৃত্যু বার্ষিকীতে গানে গানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান শিল্পীরা। আর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন সকলের হৃদয়ে। রাজ্যের বিশিষ্ট সুরকার নৃপতি ভৌমিকের ১৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। কৃষ্ণনগর প্রগতী রোড স্থিত তাঁর বাসভবনে স্মরণ সভায় গানে কথায় স্মরণ করেন রাজ্যের প্রথিত যশা শিল্পীরা। অপর্ণা ভৌমিক এই স্মরণ সভার আয়োজন করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এই স্মরণ সভায় রাজ্যের বিশিষ্ট সুরকার প্রয়াত নৃপতি ভৌমিকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মেয়র দীপক মজুমদার, স্ত্রী অপর্ণা ভৌমিক, পুত্র লিটন মজুমদার, বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শিবপ্রসাদ ধর, বি টি ত্রিপুরার কর্ণধার মনীষা পাল চৌধুরী সহ গুন মুগ্ধরা। সংস্কৃতি সংসদের কার্যকরী কমিটি এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য- সদস্যারা গানে গানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুদীপ্ত শেখর মিশ্র। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্যের বিশিষ্ট সুরকার প্রয়াত নৃপতি ভৌমিকের অবদান ছিল চিরস্মরণীয়। ১৫ তম মৃত্যু বার্ষিকীতে আরো একবার এই শিল্পী কালজয়ী হয়ে রইলেন তা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আর তাই যেন বারে বারে উঠে এল শিল্পীদের কণ্ঠ থেকে।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ মার্চ।। চলে গেলেন বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম এর পিতা আবুল কাসেম। ১৫ মার্চ ২০২৩ রোজ বুধবার বিকাল সাড়ে চারটায় বিশালগড় দুর্গানগর হাসান হোসেন পাড়াস্থিত নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৭২। তিনি স্ত্রী দুই পুত্র দুই কন্যা পুত্রবধু জামাতা নাতি নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় পরিজন রেখে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছিলো। অবশেষে বুধবার বিকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহসভাপতি সমীর ভৌমিক, সহসম্পাদক খোকন ঘোষ, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি উদয়ন চৌধুরী, কার্যকরী কমিটির সদস্য হারাধন দেবনাথ সহ সকল সদস্যরা প্রয়াতের বাসভবনে ছুটে যান। সাংবাদিকরা প্রয়াত আবুল কাসেমকে ফুল মালা এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে অন্তিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন। শোকাহত সাংবাদিক তাজুল ইসলাম এবং পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। রাতে আত্মীয় পরিজন পাড়া পড়শীদের উপস্থিতিতে প্রয়াত আবুল কাসেমের অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ধনপুর

● প্রথম পাতার পর

প্রতিমন্ত্রীত্বেই থাকছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে ধনপুর কেন্দ্রটি শূণ্য হয়ে পড়েছে। এই কেন্দ্রে ছয় মাসের মধ্যে উপনির্বাচন করতে হবে। আর এই উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করতে চলেছে চড়িলাম কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী যীষ্ণু দেববর্মাকে।

বিজেপি যীষ্ণু দেববর্মাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করতে চাইছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেছেন। কিন্তু, কাউকেই উপমুখ্যমন্ত্রী করেননি। একজন জনজাতি অংশের বিধায়ককেই সচরাচর উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানো হয়ে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিপ্লব কুমার দেবের মন্ত্রিসভায় এবং পরে ডাঃ মানিক সাহার মন্ত্রিসভায় যীষ্ণু দেববর্মা উপমুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ললিত কলা একাডেমির উদ্যোগে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। বুধবার নজরুল কলাক্ষেত্রে ললিত কলা একাডেমীর উদ্যোগে জাতীয় কাঠে খোদাই শিল্পের উপর এক শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায় এবং মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। ছিলেন ললিত কলা একাডেমীর চেয়ারম্যান ভি নাগ দাস সহ অন্যান্যরা।

মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন রাজ্যের ছেলে মেয়েদের মধ্যে মেধা রয়েছে। এই মেধা তাদের কাজে লাগাতে লড়াই করে টিকে থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, ছেলেমেয়েদের তৈরি করা আর্ট বাজারজাত করে কিভাবে তাদের আয় বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে সরকার ভাবছে। কারণ এই পেশায় যারা কাজ করছেন তারা আর্থিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য হলো সদর্থক ভাবে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার। এর জন্য সরকার শিক্ষা সংস্কৃতি এবং আর্ট সহ সব ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। এই শিবিরে মোট ২০ জন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। আগামী ২২ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই শিবির।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

তুইসিন্দ্রাই এলাকায়।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ মূলে জানা যায়, তুইসিন্দ্রাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্বপন দাস নামের এক ব্যক্তির একটি জায়গায় পেশায় গাড়ি চালক প্রদীপ রুদ্র পাল নামের এক ব্যক্তি তার পরিবার সহ দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে জায়গাটি ভাড়া নিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে ভাড়াটিয়া প্রদীপ রুদ্র পাল জায়গাটির জবরদখল নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে জায়গাটি দখলমুক্ত করার জন্য জায়গার মালিক আদালতে মামলাও করে। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশমূলে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয় জায়গাটি দখলমুক্ত করার জন্য। কিন্তু প্রদীপ রুদ্র পাল আদালতের নির্দেশকে অমান্য করে দিনের পর দিন জায়গাটি দখল করে রাখে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে এলাকাবাসীরা আরো অভিযোগ করে জানান, এই জায়গায় বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল প্রদীপ রুদ্র পালের সহধর্মিনী।

পরবর্তীতে গত ১০ ই মার্চ ওই জায়গাটি দখলমুক্ত করা হয় বলে জানা যায় এলাকা সূত্রে।

কিন্তু জায়গা দখলমুক্তের এই বিষয়টি জায়গা দখলকারী ভাড়াটিয়া প্রদীপ রুদ্র পালের স্ত্রী অপর্ণা রুদ্র পাল মানতে না পেরে একাধিক মিথ্যা অভিযোগের আশ্রয় নেয়। অপর্ণা দেবী অভিযোগ করেন, বিজেপি দল আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা নাকি উনার বাড়িতে হামলা-আক্রমণ সংঘটিত করেছে। স্থানীয় এক সাংবাদিক কর্তৃক পরিচালিত একটি ফেসবুক পেইজ ও একটি ইউটিউব চ্যানেলে বিজেপি দলকে এবং স্থানীয় এলাকার বিজেপি নেতৃত্বদের কালিমা লিপ্ত করার জন্য শাসকদল দ্বারা অপর্ণা দেবীর উপর এবং উনার বাড়িতে হামলা-আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে বলে সম্প্রতি একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। কিন্তু অপর্ণা দেবীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণই মিথ্যা বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই রাজনীতি জড়িত নয়। এলাকাবাসীরা আরো জানায় দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রাখা জায়গাটি শুধুমাত্র দখলমুক্ত করা হয়েছে।

জায়গা দখলমুক্ত করার বিষয়টির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে বিজেপি দলকে বদনাম করার যে অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে এক সাংবাদিক কর্তৃক পরিচালিত একটি পেইজ এবং একটি ইউটিউব চ্যানেল দ্বারা। এই ঘটনাকে মোটেও ভালো নজরে দেখছে না সংশ্লিষ্ট এলাকার এলাকাবাসী মহল।

লাহোর হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

ইমরান খান বলেন, "দেশের কাছে আমার বার্তা যে আপনারা একজোট হন এবং হাকেকি আজাদি ও আইনের শাসনের জন লড়াই করুন। পুলিশ এসেছে আমায় গ্রেফতার করতে। ওরা মনে করছে যদি ইমরান খান জেলে চলে যায়, তবে সাধারণ মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে। আপনাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে হবে। আপনাদের প্রমাণ করতে হবে যে কাউম এখনও জীবিত।"

তিনি আরও বলেন, "আপনাদের নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে হবে। আপনারা পথে নামুন। ঈশ্বর ইমরান খানকে সবকিছু দিয়েছে। আমি আপনাদের জন্য লড়াই করছি। আমি আজীবন লড়াই করেছি এবং আগামিদিনেও তাই করব। কিন্তু আমার যদি কিছু হয়, ধরুন আমায় গ্রেফতার করা হল বা খুন করা হল, তাহলে আপনাদের প্রমাণ করতে হবে যে ইমরান খান ছাড়াও আপনারা লড়াই করতে পারেন। আপনাদের প্রমাণ করতে হবে যে আপনারা দাসত্ব মানবেন না এবং একনায়কতন্ত্র স্বীকার করবেন না। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

তোশাখানা মামলায় চলতি মাসের শুরু থেকেই ইমরান খানকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান পুলিশ। চলতি সপ্তাহেই তাঁর বিরুদ্ধে ফের একবার জামিন অযোগ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। মঙ্গলবার ইসলামাবাদ পুলিশ হেলিকপ্টারে করে ইমরান খানের লাহোরের বাড়িতে আসে তাঁকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু আগে থেকেই পিটিআই-র কর্মী-সমর্থকরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান, যার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মোদির কথা উল্লেখ্য করে বলেন, ভবিষ্যতে ’ানের দ্বারাই এই পৃথিবী পরিচালিত হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই ’ান আহরণের মানসিকতা থাকতে হবে। আজকের এই ছাত্রছাত্রীরাই দেশের মূল চালিকা শক্তি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটি মানুষকে রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হতো। এখন সেই অবস্থার অবসান হয়েছে। মানুষ তার নিজস্বতা খুঁজে পেয়েছে। স্বাধীন চিত্ত বিরাজ করছে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্যে স্থির থেকে একাগ্র মনে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান।

মতবিনিময়ের সময় ছাত্রছাত্রীরা তাদের রাজ্যের নিজস্ব সংস্ক’তি, ত্রিপুরা রাজ্যের সমৃদ্ধ ক’ষ্টি-সংস্ক’তি, পর্যটন ব্যবস্থা, ভারতবর্ষে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের প্রসঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আলোচনা করেন। তাদের মতবিনিময়ে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, রাজ্যের লোক সংস্ক’তি ও লোকনৃত্য ধামাইলের কথাও উঠে আসে।

নাশকতায়

● প্রথম পাতার পর

মুরগির ফার্মের মালিক সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানান শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর খামখেয়ালীপনায় ওনার বিপুল পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে। অগ্নিকান্ডের খবর জাননোর জন্য শান্তির বাজার ফায়ার সার্ভেসে ফোন করলে কেউ ফোন ধরে করেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরবর্তী সময় আর এস এস এর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগরতলায় দমকল বাহিনীর অফিসে যোগাযোগ করার পরবর্তী সময় শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীদের টনক লড়ে। এতে করে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই সবকিছু পুরে ছাই হয়ে যায়। ফার্মের মালিকের দাবী দমকল বাহিনীর কর্মীরা সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হত। এই অগ্নিকান্ডে ফার্মের মালিক ব্যাপক হারে ক্ষতির সন্মুখিন হয়েছেন।

গন্ডাছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

আদিত্য সরকার। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং কিভাবে চাষীকে সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেওয়া যায় তারও আশ্বাস দেন। চাষী লক্ষণ দেবনাথ এই বিশাল ক্ষতিতে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি জানান অন্যের কাছ থেকে ধার দেনা করে কোনক্রমে চাষাবাদের কাজ করতেন। কৃষি কাজের উপর নির্ভর করেই তিনি সংসার প্রতিপালন করেন।

প্রাক্তন বিধায়ক গুরচরণ নায়কের উপর হামলার ঘটনায় আটজন মাওবাদীর বাড়িতে এনআইএ অভিযান

রাঁচি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এআইএ) বুধবার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক গুরচরণ নায়েকের উপর হামলার ঘটনায় আটজন মাওবাদীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এনআইএ আধিকারিকদের মতে, সমস্ত অভিযুক্তেরই সিপিআই-মাওবাদীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এনআইএ-র মতে, তল্লাশির সময় তাদের বাড়ি থেকে সিপিআই (মাওবাদী) এর বেশ কয়েকটি পোস্টার, অবৈধ কোলহান রাজ্য সম্পর্কিত নথি, ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং অন্যান্য অনেক অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করা হয়েছে। এনআইএ তাকে মাওবাদীর সক্রিয় সদস্য বলে মনে করে।

প্রসঙ্গত, গত ২০২২ সালের ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নকশালরা প্রাক্তন বিধায়ক গুরচরণ নায়ককে আক্রমণ করেছিল। যদিও ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে প্রাণ বাঁচান তিনি। মাঠে উপস্থিত প্রাক্তন বিধায়কের তিন দেহরক্ষীকে ঘিরে ফেলে নকশালরা। নায়কের দেহরক্ষীরা নকশালদের সাথে জড়িত, কিন্তু সংখ্যায় বেশি, তারা অস্ত্র লুট করতে সক্ষম হয়। নকশালরা দুই দেহরক্ষী শঙ্কর নায়ক ও ঠাকুর হেমব্রমকে হত্যা করে। একজন দেহরক্ষী আহত অবস্থায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।ঝাড়খণ্ড পুলিশের তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন বিধায়ক গুরচরণ নায়কের ওপর হামলা সুপরিকল্পিত ছিল। নকশালদের লক্ষ্য ছিল প্রাক্তন বিধায়কের দেহরক্ষীদের অস্ত্র লুট করা, যাতে তারা সফল হয়। দেহরক্ষীরা প্রতিবাদ করলে নকশালরা দুই দেহরক্ষীকে হত্যা করে।

লাউগাঙে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, শিশুটির বয়স আনুমানিক ৫ থেকে ৬ মাস হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক

● প্রথম পাতার পর

উচ্চতর বিদ্যালয় এবং পর্ষদ ওএসডি জ্যোর্তিময় রায় ও পল্লব কান্তি সাহা মধুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছেন।

১৬ মার্চ কোচিতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, ৬ দিনের সফরে যাবেন কেরল, তামিলনাড়ু ও লাক্ষাদ্বীপে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): কেরল, তামিলনাড়ু এবং লাক্ষাদ্বীপে ৬ দিনের সফরের অংশ হিসাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার ১৬ মার্চ কোচিতে যাচ্ছেন। দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি তাঁর প্রথম কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপ সফর। রাষ্ট্রপতি আগামীকাল বিকেলে কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন, তিনি নেভাল এয়ার স্টেশন আইএনএস গর“ড়-এ যাবেন। তিনি কোচিন শিপইয়ার্ডে দেশীয়ভাবে নির্মিত এয়ারক্রাফ ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্ত পরিদর্শন করবেন এবং এয়ারক্রাফ ক্যারিয়ারের কর্মকর্তা ও নাবিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

সন্ধ্যায়, রাষ্ট্রপতি মুর্মু ফোর্ট কোচিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পরে তিনি তির“বনন্তপুরমের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, যেখানে তিনি একটি বেসরকারি হোটেলে রাত্রিযাপন করবেন। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি মুর্মু কোল্লামে মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠ পরিদর্শন করবেন। তির“বনন্তপুরমে ফিরে আসার পর, তিনি তফসিলি উপজাতি নাগরিকদের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প উন্নাথি সহ কয়েকটি কর্মসূচির উদ্বোধন করার পাশাপাশি একটি নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র সাথে সামঞ্জস্য রেখে মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করা প্রযুক্তিগত প্রকৌশল এবং ডিপ্লোমা বইগুলির প্রথম অনুলিপি উপস্থাপন করা হবে।

শনিবার তিনি কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ স্মারক এবং তির“ভাল্লুর মূর্তি পরিদর্শন করবেন। তিনি একই দিনে তির“বনন্তপুরমে ফিরে আসবেন এবং পরে লাক্ষাদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। রবিবার রাষ্ট্রপতি কাভারত্তিতে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কথা বলবেন এবং বাঙ্গারাম দ্বীপে যাবেন। তিনি ২১ মার্চ কোচি হয়ে নয়াদিল্লিতে ফিরবেন।

১৮ মার্চ হাজিরা দেবে ইমরান খান, নিজেই আদালতে জানালেন পিটিআই প্রধান

লাহোর, ১৫ মার্চ (হি.স.): তোষাখানা মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতারির জন্য মঙ্গলবারই ইসলামাবাদ থেকে লাহোরে হাজির হয়েছিল পুলিশ। কিন্তু পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির কাছেও ঘেঁষতে পারেনি তারা। তবে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী এবার নিজেই আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা জানালেন। লাহোর হাইকোর্টে চিঠি দিয়ে আগামী ১৮ মার্চ আদালতে হাজিরা দেবেন বলে জানান তিনি।পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতার করা নিয়ে উত্তাল লাহোর। ৮ ঘণ্টার অভিযানেও গতকাল গ্রেফতার করা গেল না ইমরান খান-কে। কারণ গোটা এলাকা ঘিরে রাখে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের কর্মী-সমর্থকরা। ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) কর্মী-সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ইমরানের বাড়ির ভিতর লক্ষ্য করেও কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে এবার নিজেই আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা জানালেন ইমরান খান। লাহোর হাইকোর্টে চিঠি দিয়ে আগামী ১৮ মার্চ আদালতে হাজিরা দেবেন বলে জানান তিনি।বুধবার সকালেই লাহোর হাইকোর্ট বারের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান ইমরান খান। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন, আগামী ১৮ মার্চ তিনি তোশাখানা মামলায় আদালতে হাজিরা দেবেন। মঙ্গলবারই ইমরান খান জানান, গ্রেফতারির জন তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত কারণ বাইরে বিশাল বাহিনী এসেছে। শুধুমাত্র পুলিশ নয়, রেঞ্জাররাও এসেছে যা সেনাবাহিনীর অংশ। মনে হচ্ছে যেন পাকিস্তানের সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী লুকিয়ে রয়েছে।

অনুব্রত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা কৃপাময় ঘোষকেও এবার দিল্লিতে তলব করল ইডি

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা কৃপাময় ঘোষকেও এবার দিল্লিতে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লি যাত্রার দিনে শক্তিগড়ের রেস্তরাঁয় তাঁকে দেখা গিয়েছিল। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেও তিনি অনুব্রতের সঙ্গে দেখা করেন। বীরভূমের বাসিন্দা সেই কৃপাময় ঘোষকে এ বার তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবারই কৃপাময়কে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে।

নিজেদের হেফাজতে অনুব্রতকে নেওয়ার পরে তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকেও তলব করেছে ইডি। তখনই তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর মিলেছিল, শুধু সুকন্যা নন, গর“ পাচার মামলার তদন্তে অনুব্রতের মুখোমুখি বসিয়ে তাঁর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি-সহ মোট ১২ জন সন্দেহভাজন ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন গোয়েন্দারা। ঘটনাচক্রে, তার পরেই মণীশকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করেছে ইডি। ইডির সূত্রের দাবি, ওই ১২ জনের তালিকাতেই কৃপাময়ের নাম ছিল। ছিলেন সুকন্যার গাড়িচালক তুফান মির্ধাও। শক্তিগড়ের রেস্তরাঁয় অনুব্রতের সঙ্গে দেখা করতে কৃপাময়ের সঙ্গে এই তুফানকেও দেখা গিয়েছিল।

দুই ভিসি-র বিরোধে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে তুঙ্গে অভূতপূর্ব অশান্তি

অশোক সেনগুপ্ত

আসানসোল, ১৫ মার্চ (হি স)। একজন প্রাক্তন। অপরজন বর্তমান। কাজী নজর“ল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্যর বিরোধ মাত্রা ছাড়িয়েছে। ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে। আর এতে ইন্ধন যুগিয়েছে বনধে হাজিরার ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত র“পায়ণে উপাচার্যের কড়া ভূমিকা।অশান্তির নেপথ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন উপাচার্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের এই বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ডঃ সজল ভট্টাচার্যকে প্রকাশ্যেই দায়ী করলেন বর্তমান উপাচার্য ডঃ সাধন চক্রবর্তী। সজলবাবু অবশ্য এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে পাল্টা একগুচ্ছ অভিযোগ এনেছেন। সব মিলিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে তুমুল অশান্তি। বুধবার স্থানীয় থানায় ডায়েরি করেছেন সাধনবাবু। অন্যদিকে শেষ দেখার অঙ্গীকার করেছে বিরোধী গোষ্ঠী। দু’পক্ষই রাজ্যে শিক্ষার উর্দতম পর্যায়ে অভিযোগ করেছেন।বুধবার সাধনবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, "২০১৫ সালে কাজী নজর“ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ছিলেন ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক সজল ভট্টাচার্যে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে তাঁর হাত থেকে উপাচার্যের দায়িত্বভার নিই। এর পর থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন, গবেষণা ও প্রশাসন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা অনলস পরিশ্রম ক’’রে চলেছি। অনেক শিক্ষক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সামিল হ’’য়েছেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজী নজর“ল বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘ’’টে চলেছে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই সজলবাবু কিছু শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও বহিরাগতদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা ক’’রে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি তার কারনেই সৃষ্টি হ’’য়েছে।যে রেজিস্ট্রারকে বরখাস্ত করা হ’’য়েছে, যার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢোকার অধিকার নেই। অথচ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সজলবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে তান্ডব চালাচ্ছেন। এই অধিকার উনি কী ক’’রে পান? মূল বিষয় হচ্ছে তিনি শিক্ষকদের বলছেন যে শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতি নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষাকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে তাদের বেতন কাটা যাবে, কিন্তু শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও তার বেতন কাটা যাবে না।এটা কী ধরণের দাবি ? ’’শিক্ষক’’ হ’’য়ে উনি এই অশিক্ষসুলভ দাবি করেন কী ক’’রে? ওঁর কি ন্যায্যতাবোধের লেশমাত্র নেই ? কাজী নজর“ল বিশ্ববিদ্যালয় একটি তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। অনলাইনে উপস্থিতি নথিভুক্ত করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম। সজলবাবু এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত কিছু শিক্ষক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই নিয়ম না মানলে বিশ্ববিদ্যালয় কি তা বরদাস্ত করতে পারে?নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দস্তুর। কাজী নজর“ল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত বেশিরভাগ কর্মী এভাবেই চলতে অভ্যস্ত। যাঁরা এখনও এই কর্মযজ্ঞে সামিল হ’’তে পারেন নি তাঁরাও শীঘ্রই সামিল হবেন এটাই কাঙ্খিত।’’উপাচার্য জানান, গত ২১ ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের ১০ তারিখ রাজ্য সরকারি কর্মীদের কর্মবিরতি ছিল। ওই দিনগুলিতে কর্মীদের হাজিরা নিয়ে রাজ্য অর্থ দফতরের তরফ থেকে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, যে সব কর্মী এই দিনগুলিতে উপস্থিত থাকছেন না, তাঁদের বেতন কিছুটা কাটা যাবে। কিন্তু সরকারি নির্দেশনামা লঙ্ঘন করে ওইদিন অনুপস্থিত দুই কর্মীকে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত এই রেজিস্ট্রার পুরো বেতন দিয়েছেন। এমনকী কর্মবিরতির দিন অধ্যাপকদের হাজিরা সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করছেন। যা ফলে এই তথ্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে।প্রশ্নের উত্তরে সাধনবাবু এই প্রতিবেদককে বুধবার জানান, শিক্ষামন্ত্রী/ শিক্ষাসচিবকে বিষয়টি জানিয়েছেন। নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগ সম্পর্কে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, "রেজিস্ট্রার নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাপার।" এদিন এ নিয়ে কোনও বৈঠক হয়েছে কিনা প্রশ্ন করলে বলেন, "আমার জানা নেই।"সজলবাবু এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে এই প্রতিবেদককে বলেন, "বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এবং স্বেচ্ছাচারিতার নানা অভিযোগ উঠেছে। সেগুলোর মোকাবিলা করতে না পেরে সাধনবাবু অসার যুক্তি সাজাচ্ছেন। যেমন, ১) রাজ্যের সরকারপোষিত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হাজিরাখাতায় সই করতে হয় না। উপাচার্য নির্দেশ দিলেই তো হবে না, শিক্ষা দফতর সার্বিকভাবে নির্দেশ দিলে তবেই সেটা কার্যকরী হবে।

২) রাত ১২ টার পর তিনি ফোনে এক সহকর্মীকে হুমকি দিয়েছেন। ৩) রেজিস্ট্রার এবং এফও (অর্থ পরামর্শদাতা) কে অন্যায় নির্দেশ দিচ্ছেন। ৪) একাধিক নির্দিষ্ট তহবিলে অনিয়ম আছে প্রভৃতি। উনি দুদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন না। আজ সকালে আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি ধরিনি।’’অন্যদিকে উপাচার্যর বক্তব্য, "আমার বির“দ্ধে দুর্নীতির যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে সবই মিথ্যা। বরং ইংরেজি বিভাগের ওই অধ্যাপকের সঙ্গে জোট বেঁধে বিক্ষোভের নামে সুষ্ঠুভাবে সরকারি নীতি র“পায়ণের কাজে বাধা দিচ্ছেন রেজিস্ট্রার।’ তাই বাধ্য হয়েই রেজিস্ট্রারকে বরখাস্তের নোটিস ধরিয়েছি।দুই ডক্টরেট সাধন-সজলের ক্রমবর্ধমান বিরোধের নিষ্পত্তির কোনও পথ দেখছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মীরা। তবে, দু’জনেরই বক্তব্য, পঠনপাঠন ও পরীক্ষা যাতে নির্বিঘ্নে হয়, তার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

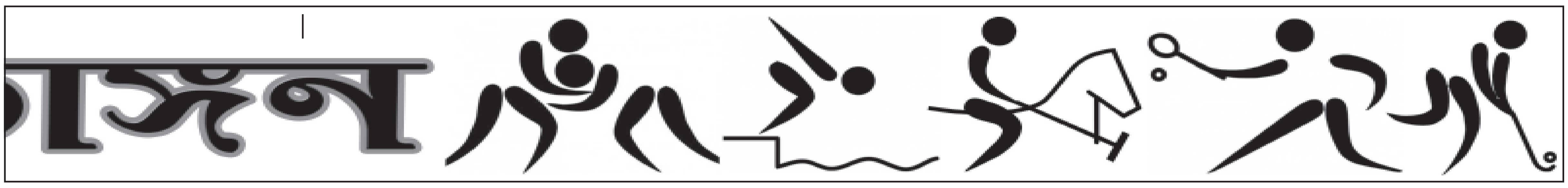

ভিজ্জি ট্রফি ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট ফাইনালে আজ নর্থ-ইস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ইস্ট জোন ফের খেলবে নর্থ জোনের বিরুদ্ধে। যদিও এটি লীগ ম্যাচ নয়। খেতাবি লড়াই। ভিজ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ। ইন্টার ইউনিভার্সিটি জোনাল ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ। চার দলীয় লীগ পর্যায়ের খেলায় নর্থ জোন টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফাইনালে পৌঁছেছে। অপরদিকে ইস্ট জোন লীগে তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান পেয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায়, মঙ্গলবার, নর্থ জোন ৮ উইকেটের ব্যবধানে সাউথ জোনকে হারিয়ে টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। সাউথ জোন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৪ ওভারে সাকুল্যে ৯৭ রান সংগ্রহ করলে জবাবে নর্থ জোন ১৫ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট এসোসিয়েশন মাঠে অপর খেলায় ইষ্ট জোন ৪৪ রানের ব্যবধানে ওয়েস্ট জোনকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ইস্ট জোন সীমিত পঞ্চাশ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৩৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট জোন ৩৪.৪ ওভার খেলে ১৮৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ভিজ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে নর্থ জোন এবং ইস্ট জোন পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলা হবে শহীদ বীর নারায়ন সিং স্টেডিয়ামে। ছত্রিশগড়ের রায়পুরে। উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ নর্থ জোন ও ইস্ট জোন লীগ পর্যায়ের খেলায় দু-দল একবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। এতে নর্থ জোন সাত উইকেটে জয়ী হয়েছিল। আগামীকাল ইস্ট জোন চাইছে লীগ ম্যাচে হারের মোক্ষম জবাব দিয়ে ভিজ্জি ট্রফি ঘরে তুলে নিতে।

নকআউট ক্রিকেট শুরু কাল জোর প্রস্তুতি সবকটি দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। উদ্বোধনী দিনে ৩ টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে খেলবে জে সি সি এবং বি সি সি এবং মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে খেলবে পোলস্টার এবং ইউ বি এস টি। ১৪ দলীয় তপন মেমোরিয়াল স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু শুক্রবার থেকে। এবছর আসরে অংশ নেওয়া ১২ দলকে ২ বিভাগে ভাগ করা হয়েছে: জে সি সি, বি সি সি, মৌচাক, ইউনাটেড ফ্রেন্ডস, পোলস্টার, ইউ বি এস টি, কসমোপলিটন ('এ' গ্রুপ), চলমান, হার্ভে, শতদল সঙ্ঘ, ও পি সি , স্ফুলিঙ্গ, ব্লাডমাউথ এবং সংহতি ক্লাব। ২৭ মার্চ হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। এদিকে আসরে ভালো ফলাফল করতে সবকটি দলই জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সদ্য বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের লক্ষ্য দ্বিমুকুট জয় করা।

সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই চলছে জোড় প্রস্তুতি। তবে দীপক ভাটনাগরের দলের মূল সমস্যা ২ ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি। অফিস ক্রিকেট থাকায় অলরাউন্ডার মণিশঙ্কর মুড়াসিং এর সার্ভিস পাবে না দল। এছাড়া সুপারে লিয়েনে খেলতে আসা আনন্দ ভৌমিকের সার্ভিসও পাবে না দল। ফলে কিছুটা চাপে স্ফুলিঙ্গ। অপরদিকে সুপারে দ্বিতীয় স্থান দখল করা ইউনাটেড ফ্রেন্ডসেরও লক্ষ্য খেতাব জয় করা। ফলে লড়াই হবে জমজমাট।

তবে যেহেতু নকআউট ম্যাচ, তাই আগাম বলা মুস্কিল। যে দলের ক্রিকেটাররা যে দিন ভালো খেলবে সেই দলই জয় পাবে। ফলে সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে সব দলকে।

ধর্মনগরে ক্রিকেট ম্যাচ বৃষ্টির কবলে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। বছরের প্রথম বৃষ্টি। আর এতেই মাঝপথে খেলা বন্ধ। পরিত্যক্ত হলো জিনিয়াস ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং কদমতলা প্লে সেন্টারের ম্যাচ। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মালাবতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের। কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন দুদল মুখোমুখি হয়। সকালে থেকেই আকাশ ছিলো গুমরা মুখে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নেন জিনিয়াস ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের অধিনায়ক। কার্তিক পাল এবং পঙ্কজ ভৌমিকের দাপটে দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে জিনিয়াস ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। দল ৮.২ ওভারে ৩২ রান করার ফাঁকে ৬ উইকেট হারিয়ে ছিলো খাদের কিনারায়। এমন সময়ই নামে মুষলধারে বৃষ্টি। আম্পায়াররা দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেও বৃষ্টি না কমায় খেলা পরিত্যক্ত ঘোষনা করেন। কদমতলা প্লে সেন্টারের পক্ষে কার্তিক পাল ৩ টি এবং পঙ্কজ ভৌমিক দুটি উইকেট পেয়েছেন। আজ সি আর সি সি এবং পানিসাগর খেলবে। আকাশের যা অবস্থা তাতে আজ খেলা হবে কীনা তা নিয়ে রয়েছে সন্দেহ। মহকুমার ক্রিকেটপ্রেমীরা আশা করছেন এদিন রাতে হয়তোবা আব বৃষ্টি হবে না। না হলেই আজ খেলা হবে।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
SEPAHIJALA DIVISION KHUMULWNG.
NOTICE INVITING TENDER NO:-01/EE(Se ADC/2022-2023/dated, 14-03-2023,

"Sealed percentage rate tenders are invited in PWD Form-7 by the Executive Engineer, Sepahijala Division, TTAADC on behalf of T.T.A.A.D.C. authority from bonafied resourceful construction Agencies/ firms/ Enlisted contractors registered in appropriate class of TTAADC/ any State PWD/CPWD/MES/ Railway P &T upto""3.00 P.M. on 27-03-2023 for the following work:

Sl.No	Name of work & DNIT No.	Earnest cost	Earnest money	Time of completion.
1.	Mtc. of old building near Khumpui Academy Girls Hostel, TTAADC Head Qtr. Complex, Khumulwng during the year 2022-23 / S.H :- Mtc. of Ceiling, GCI, MS Door & Windows and painting of wall etc. DNIT No. 22/EE(WEST)/ADC/2022-23 Dt. 10/03/2023	Rs. 11,09,717.00	Rs. 11,097.00	30 (thirty) days
2.	Improvement of road from Kainta Kobra Para to Bashuram para under Mandwi sub-zone during the year 2022-23 S.H :- i) Conts. of R.C.C. boxcel (4.00 m x 3.00 m) ANNEXURE-A ii) Providing and Laying of flat brick soiling = 0.450 Km ANNEXURE-B. DNIT No. 23/EE(WEST)/ADC/2022-23 Dt. 10/03/2023	Rs. 22,51,359.00	Rs. 22,514.00	02 (two) Months
3.	Construction of 01(one) No. Toilet Block, 01(one) No. Bath Room Block at Khumpui Academy Girls Hostel premises, Khumulwng during the year 2022-23 DNIT No. 24/EE(WEST)/ADC/2022-23 Dt. 10/03/2023	Rs. 12,50,738.00	Rs. 12,508.00	45 (forty five) days

(Er. D. Debbarma)
Executive Engieer
West Division,
TTAADC, Khumulwng

TTAADC/ICA&T/C-96/2023

NOTICE INVITING TENDER.

Sealed Quotations are invited for hiring of 01(one) Light Motor vehicle (LMV), preferably Mahindra Scorpio Class/ Mahindra Bolero Neo/ Mahindra Bolero SUV model for use by Addl. District & Sessions Judge, Ambassa, Dhalai Judicial District & Judicial Magistrate First Class-Cum- Civil Judge (Jr.Divn.) Ambassa, Dhalai Judicial District, on temporary basis for a period of one year, which may be extended for a further period, as per discretion of authority based on satisfactory performance. Interested owners of above-specified vehicles may submit their quotations to the office of the undersigned within 03:00 PM of 17.03.2023 and the tenders will be opened at 11:00 AM on 18.03.2023.

Terms & Conditions for hiring of Light Motor vehicle (LMV)vehicle :

1. The vehicle should have a valid & proper commercial registration.
2. The detention charge & per K.M. Run charge should be within the ceiling/ limit as per Notification mentioned in Annexure-I of the Delegation of Financial Power Rules, 2019 (DFPRT, 2019)
3. The vehicle shall be maintained properly and it will be kept in up to date condition for long journey at owner's expense.
4. The vehicle should have up to date Insurance Policy, Tax token, Pollution Control Certificate and authorized Driver having valid Commercial Driving License and the salary of the Driver should be paid by the owner himself/herself.5. Hiring vehicle will be terminated at any point of time by the District & Sessions Judge Court, if service provided by the owner is not satisfactory. The decision taken by the District & Sessions Judge, Dhalai District, Ambasat in this regard shall be final and conclusive.
6. Incomplete tender will be rejected summarily.
7. The undersigned is not bound to accept the lowest rate and may reject all or any of the tenders without assigning any reason.
8. The service should be provided 24X7 as per requirement of the concerned authority.
9. The successful bidder should make alternative arrangement in case of providing vehicle is out of order.
The alternative vehicle should have valid documents as indicated in item Nos. 1 & 4 above.
10. Required tax will be deducted as per rescribed rate from the bill.
11. Both the Technical Bid (ANNEXURE-I) & Financial Bid (ANNEXURE-ID should be submitted along with the tender and can be downloaded from the official website of District Court Dhalai.
12. The interested bidders shall deposit non refundable tender processing fee of Rs.2,000/- (Rupees two thousand) only through Demand Draft cash in favour of "District & Sessions Judge, Dhalai Judicial Distrct, Ambassa."

Sd/-Illegible
(Gautam Sarkar)
4 District & Sessions Judge
Dhalai Judicial District, Ambassa

ICA/C-4446/23

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে সদরের দুটি দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেট শুরু ২৫ মার্চ থেকে। আসরে অংশ নেবে সদর 'এ' ও 'বি' দল। আসরে অংশ নিতে দুই বিভাগেই সদরের দল ঘোষনা করা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের ১৯ মার্চ সকাল ১০ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে কোচ শুভ্র পাল এবং বিশ্বজিৎ দেবের কাছে রিপোর্ট করার জন্য টি সি এ সচিব তাপস ঘোষ বলেছেন। ঘোষিত দুই বিভাগের দল:

সদর 'এ' অর্পন ভট্টাচার্য (অধিনায়ক), শ্রেষ্ঠাংশু দেব (সহ অধিনায়ক), উদয়ন পাল, স্নেহাল দত্ত, তীর্থ চক্রবর্তী, তুহিন দেবনাথ, শায়ন্তন পাল, রাজদীপ পাল, অনস ভাটনাগর, ভিকি সাহা, স্নেহাংশ রায়, রাজদীপ সিং, সপ্তদীপ ঘোষ,বেদাব্রত বনিক এবং অর্চিত ভৌমিক। কোচ: শুভ্র পাল।

সদর 'বি' রাজদীপ দেবনাথ (অধিনায়ক), ঋদ্ধিমান দাস, ঋতুরাজ ঘোষ, সন্দীপন দাস (সহ অধিনায়ক), আকাশ দেবনাথ, অয়ন দেবনাথ, ইয়াস দেববর্মা, অনিকেশ বিশ্বাস,দেবপ্রীয় দে, তুর্জা চক্রবর্তী,আবীর ভট্টাচার্য, শ্রীজন দেব, পঙ্কজ চৌধুরি, প্রতয় দাস চৌধুরি এবং ময়ুখ চক্রবর্তী। কোচ: বিশ্বজিৎ দে।

ওএনজিসি-তে ইন্টার সেক্টর ভলিবল টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ওএনজিসি-তে ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ইন্টার সেক্টর ওএনজিসি ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার কমিটি। আগামীকাল শুরু হয়ে তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা লীগ কাম নকআউট পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। চারটি সেক্টরের মধ্যে লীগ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শেষে শুরু হবে নকআউট পর্যায়ে খেলা। দুটি সেমিফাইনালের পর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। আগামীকাল ও ১৭ মার্চ এর পাশাপাশি ১৮ মার্চ প্রথম বেলায় লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

১৮ মার্চ বিকেলে দুটো সেমি ফাইনাল এবং শেষে ফাইনাল ম্যাচ হবে সন্ধ্যা ছয়টায়। বলা বাহুল্য, লীগ পর্যায়ের খেলা গুলি হবে বেস্ট অফ থ্রি সেট মেথডে এবং সেমিফাইনাল ও ফাইনাল পর্যায়ের খেলা হবে বেস্ট অফ ফাইভ সেট পদ্ধতিতে। ওএনজিসি ওয়েলফেয়ার কমিটির সেক্রেটারি আনোয়ার খান ক্রীড়াসুচি ঘোষণা করে প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ক্ষুদে ক্রিকেটারদের নিয়ে শান্তিরবাজারে শিবির শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। শুরু হলো প্রস্তুতি। ৩০ জন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে নিয়ে। বাইখোড়া স্কুল মাঠে। কোচ দেবব্রত চক্রবর্তীর তত্বাবধানে। এবছর রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে খেলবে শান্তিরবাজার মহকুমা। ওই আসরে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যেই শুরু হলো প্রস্তুতি। অমরপুরে হবে ওই আসর। এদিন দুপুর আড়াইটায় শুরু হয় প্রস্তুতি।

জানা গেছে, ৫ দিন অনুশীলন করার পর ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত মহকুমার দল ঘোষনা করা হবে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: কুনাল দেবনাথ, প্রীতম দেবনাথ, রাহুল দেবনাথ, দিব্যেন্দু সরকার,অপূর্ব মজুমদার, দীপায়ন রায়, খাগিন মোহন ত্রিপুরা,শান্তনু পাল, শুভ্রজিৎ দত্ত, প্রশান্ত সেন, অমিত নোয়াতিয়া, রূপন চক্রবর্তী, সুবর্ণ শীল, যতন মুড়াসিং, দ্বীপজল দেবনাথ, তন্ময় দেবনাথ, শ্রীজন বৈদ্য, শায়ন ভোমিক, শুভম রিয়াং, অভ্রদীপ দেবনাথ, তুহিন দাস, দ্বীপ মহাজন, দ্বীপজয় সেন, দ্বীপ ধর, পুষ্পেন্দু সরকার, জিৎ ধর, মণজিৎ সরকার, দ্বীপ দাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস এবং অর্পন চক্রবর্তী।

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব সাধুঅং মগ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেন।

অর্শিয়াকে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে : মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। লক্ষ্য গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া। বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাসের ওই স্বপ্ন পূরণ করতে রাজ্য সরকার সর্বতো সহযোগিতা করবে। বুধবার এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে অর্শিয়াকে ওই আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বনমালীপুর ওনার বাসভবনে অর্শিয়াকে নিয়ে যান ওর বাবা পূর্ণেন্দু দাস। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পুষ্পস্তবক দেওয়ার পাশাপাশি একটি কাঠের দাবা বোর্ডও তুলে দেয় হোলিক্রশ স্কুলের ছাত্রীটি। দীর্ঘক্ষণ আলাপ চারিতায় অর্শিয়াকে আরও ভালো খেলার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পাশাপাশি দেশের নাম যাতে আরও উজ্জ্বল করতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন।

আর এর জন্য রাজ্য সরকার সবধরনের সহযোগিতা করবে তা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেন। পরে অর্শিয়া বলে,'স্যার আমাকে উৎসাহ দিয়েছে আগামীদিনে আরও ভালো খেলার জন্য। চেষ্টা কোনও ত্রুটি রাখবো না আমার স্বপ্ন পূরণ করতে'।

নারী দিবস উদযাপনে সাব্রুমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে মহিলাদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ বছরের নিচে, ২৫ থেকে ৪০ বছর, ৪০ ও ততোর্ধ বছর - এভাবে বিভিন্ন বয়সী মহিলাদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সাব্রুম মহকুমা শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ স্বরূপ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সহযোগিতায় ছিল সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত অফিস। পৌরহিত্য করেন চেয়ারপার্সন শ্রীমতি রমা পোদ্দার। ভ
াইস চেয়ারম্যান দীপক দাস সহ নগর পঞ্চায়েতের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা ঘিরে বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। যুব কল্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক মিহির শীল অতিথিদের স্বাগত জানান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

টিএসজিসি-র সদস্য সুশান্তের মাতৃ বিয়োগে শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ : ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্য সুশান্ত দাস-এর মাতা অর্চনা রানী দাস আজ, বুধবার সকালে বড়দোয়ালিস্থিত বাড়িতে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে উনার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি দীর্ঘ একবছর ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি স্বামী, দুই পুত্র সহ অনেক গুনমুগ্দ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। উনার প্রয়ানে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করা হচ্ছে ও শোকস্তব্ধ আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

NOTICE FOR CONTRUCTURAL ENGAGEMENT

Applications are invited from Bonafied residents of Tripura for walk in interview for engagement (contractual basis) of the following purely temporary posts (one post of each category)

Sl no	Name of post	Age limit	Educational Qualification	Remuneration
1	Art Teacher	18-50 years (Upper age relax able up to 5 years for SC/ ST/PH candidate)	At least Bachelor in any discipline from Govt. Recognized University. & Degree / Diploma in Visually Arts/BVA from Govt. Recognized University	Rs. 200/- per hour maximum 30 hour in a month for each instructor @ 6000/-
2	Music Teacher	18-50 years (Upper age relax able up to 5 years for SC/ ST/PH candidate)	At least Bachelor in any discipline from Govt. Recognized University. & Degree / Diploma in Music/B.Music from Govt. Recognized University	Rs. 200/- per hour maximum 30 hour in a month for each instructor @ 6000/-
3	Yoga Teacher	18-50 years (Upper age relax able up to 5 years for SC/ ST/PH candidate)	At least Bachelor in any discipline from Govt. Recognized University. & Degree / Diploma in Yoga from Govt. Recognized University	Rs. 200/- per hour maximum 30 hour in a month for each instructor @ 6000/-
4	Dance Teacher	18-50 years (Upper age relax able up to 5 years for SC/ ST/PH candidate)	At least Bachelor in any discipline from Govt. Recognized University. & Degree / Diploma in Dance from Govt. Recognized University	Rs. 200/- per hour maximum 30 hour in a month for each instructor @ 6000/-
5	Theatre Teacher	18-50 years (Upper age relax able up to 5 years for SC/ ST/PH candidate)	At least Bachelor in any discipline from Govt. Recognized University. & Degree / Diploma / Certificate in Theatre from Govt. Recognized University/ Institution	Rs. 200/- per hour maximum 30 hour in a month for each instructor @ 6000/-

1.The interested candidates who are eligible may apply along with fill up bio data prescribed format available in the office of the undersigned and along with all necessary document to the office of the undersigned between 17th March 2023 to 21st March 2023 except holidays during school hours i.e 11 am to 4.30 pm incomplete applications shall be rejected.
2.Date of interview: - 24-03-2023 at Karbook Panjiham H.S.School , Karbook Gomati Tripura.
3.No. TA/ DA is admissible for appearing the interview
4. If any unavoidable circumstance arises in the process the interview/ engagement process must be postponed / cancelled without showing any reason.
5. The authority reserves the right to make any changes in the advertisement if required.

Sd/-(S. Chakraborty)
Vice-Principal
Karbook Panjiham H. S. School
Karbook, Gomati, Tripura

ICA/D-2168/23

অগ্নিগর্ভ পাকিস্তান

বুধবার দিনভর পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থকদের।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের নব নির্বাচিত কমিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব সরকারের নেতৃত্বে কার্যকরী কমিটির সবাই সকাল ১১ টায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন সম্পাদক রমাকান্ত দে। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা প্রেস ক্লাবের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন ও আগরতলা প্রেস ক্লাব বিল্ডিংএর চার তলা ব্যবহারের সুবিধার জন্য লিফটের ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তাছাড়া আগরতলা প্রেস ক্লাবের নব নির্বাচিত কমিটি আজ আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের সাথেও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। আলোচনায় মেয়র আগরতলা প্রেস ক্লাবের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ড্রেইনের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

খাদ্য মন্ত্রীকে সংবর্ধনা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালন সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। সম্প্রতি রাজ্যের নতুন মন্ত্রি সভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়। সেই সুবাদে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের হাতে থাকা খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব পান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বুধবার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদান করে ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্য দোকান পরিচালন সমিতি। এইদিন সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সরকারী বাস ভবনে গিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্য দোকান পরিচালন সমিতির সভাপতি উত্তম কুমার ঘোষ জানান এইদিন ওনারা দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এবং মন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন। তিনি আরও জানান আগামি ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ওনাদের সাথে আলোচনায় বসবেন।

সংস্কৃতি-কলা-শিল্প ক্ষেত্রে দেশের অগ্রণী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা নিজেকে তুলে ধরতে চায় : যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। সংস্কৃতি-কলা-শিল্প ক্ষেত্রে দেশের অগ্রণী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা নিজেকে তুলে ধরতে চায়। এখানে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব নেই। তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আজ বিকেলে নজরুল কলাক্ষেত্রে ন্যাশনাল উড কার্ভিং ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ললিত কলা একাডেমির চেয়ারম্যান ভি নাগদাশ। এই ক্যাম্পে রাজ্য ও দেশের ৫০ জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা যাতে বিকশিত হতে পারে সেজন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেবে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছে। ত্রিপুরা যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে বিকশিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, এই রাজ্যে সংস্ক'তি এবং কলাক্ষেত্রে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব নেই। তারা যাতে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারেন সেই দিকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজর দিতে হবে। বিশেষত উড কার্ভিংয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে অনেক উন্নত যন্ত্রপাতি এসে যাওয়ায় প্রতিভাবান শিল্পীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেদিকটি সুনিশ্চিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, এই ক্যাম্পে সমগ্র দেশ থেকেই বিশেষ'রা অংশ নেওয়ায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা উপক'ত হবেন। সাহিত্য, কলা, সংস্ক'তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুব সম্পদায় যত বেশি এগিয়ে যাবে ততই তারা উপক'ত হবে। রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এধরনের অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ললিত কলা একাডেমির চেয়ারম্যান ভি নাগদাশ বলেন, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এখন কালচারাল হাবে পরিণত হয়েছে। এই দেশ গঠনে শিল্পীদেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সংস্ক'তি কলার ক্ষেত্রে এই দেশের তরুণ তরুণীদের আরও উৎসাহিত করতে হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বা'লকে নিয়ে যত বেশি কাজ করা যাবে ততই আমাদের এই দেশ সমৃদ্ধ হবে। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, শিল্প ও সংস্ক'তিকে বাদ দিয়ে এখন কিছু ভাবা যায় না। এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ললিত কলা একাডেমি গত পাঁচ বছরে রাজ্যে অনেক ভালো কাজ করেছে। তাদের এই ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে।

ইজেডসিসির প্রাক্তন অধিকর্তা গৌরী বসু বলেন, ত্রিপুরার শিল্পীরা যাতে নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এই ক্যাম্পে সারা দেশ থেকেই অনেক নামীদামী শিল্পীরা এসেছেন। তাদের সঙ্গে কাজ করে এখানকার তরুণ শিল্পীরা নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফটের প্রিন্সিপাল অভিজিৎ ভ-াচার্য বলেন, আর্ট কলেজের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী আগামী কয়েকদিন দেশের নামীদামী শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন। এতে যে এই রাজ্যের শিল্পীরা উপক'ত হবেন এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ললিত কলা একাডেমির সদস্য সুমন মজমদার বলেন, এই ক্যাম্পে অংশ নেওয়ার জন্য সমগ্র দেশ থেকে ২০ জন শিল্পী এখানে এসেছেন। এই ক্যাম্পে অংশ নেওয়ার জন্য সমগ্র দেশ থেকে যে শিল্পীরা এসেছেন তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখ্য, আজ থেকে শুরু হয়ে এই ক্যাম্প ২২ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

সুদীপ বর্মনের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া তথা পিসিআই-এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক তথা সাংবাদিক প্রণব সরকার এই মামলা করেছেন। আজ ১৫ মার্চ প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে প্রণব সরকার অভিযোগ করেছেন যে সম্প্রতি আগরতলা প্রেস ক্লাব নির্বাচন নিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে একটি চিঠি দিয়েছিলেন এবং শ্রী বর্মন ওই চিঠিতে আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা বলেছেন। শ্রী সরকার চিঠিতে উল্লেখ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপ সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ। তাই তিনি এই ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিলের কাছে দাবী জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আগরতলা প্রেসক্লাব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক জল ঘোলা হয়। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই প্রেসক্লাবের নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে একটি চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন যেহেতু রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আচরণবিধি লাগু রয়েছে তাই প্রেসক্লাবের নির্বাচন যাতে পিছিয়ে দেয়া হয়। সুদীপ রায় বর্মনের চিঠি মোতাবেক রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক পশ্চিম জেলার জেলা শাসককে একটি চিঠি দিয়েছিলে। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক আগরতলা প্রেসক্লাব নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার সহ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন যাতে ক্লাবের নির্বাচন পিছিয়ে দেয়। এই চিঠির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই জেলা শাসকের তরফ থেকে সংশ্লিষ্টদের আরও একটি চিঠি দেয়া হয় এবং এই চিঠিতে বলা হয় কিছু শর্ত মেনে আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন করা হোক। যথারিতি রিটার্নিং অফিসার শর্ত মেনে আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন করে এবং নতুন কমিটি গঠিত হয়।উল্লেখ্য, রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কৃষি দপ্তরের আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক করলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। বুধবার রাজধানীর কৃষি ভবনে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান গত ৫ বছরে কৃষি দপ্তর ভালো কাজ করেছে। আগামিদিনে সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বৈঠকে মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস সহ অন্যান্যরা। একাধিক বিষয় নিয়ে এইদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়।বৈঠক শেষে মন্ত্রী রতল লাল নাথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান দুই থেকে তিন দিন পূর্বে তিনি কৃষি দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই এইদিন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন। দপ্তরের বিভিন্ন কাজ কর্মের বিষয়ে অবগত হয়েছেন। ১৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী একটা অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। সেই অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের দিন প্রতিটি কৃষি সাব ডিভিশন অফিসে বসে কৃষকরা যেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে পারে, সেই বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছেন। মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান গত ৫ বছরে কৃষি দপ্তর ভালো কাজ করেছে। আগামিদিনে সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কৃষকদের আয় আরও বৃদ্ধি করার জন্য একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই সকল প্রকল্প নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

কৈলাসহরে জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। কৈলাশহরে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ঊনকোটি জেলা কমিটির এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি আশুতোষ পাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন ও রাজ্য কমিটির সদস্য অনুপম ভট্টাচার্য সহ ইউনিয়নের জেলার অন্যান্য নেত্রীত্ব বর্গ সহ সদস্যরা। সভায় জেলার সাংগঠনিক বিষয় ও বিগত দিনের কাজ কর্মের পর্যালোচনা করা হয় ও আগামী দিন কিভাবে সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি করা যায় এবং জেলার সাংবাদিকদের উন্নয়ন ও রাজ্য কমিটির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলার পুরাতন জেলা কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে সর্বসম্মতভাবে নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে পুনরায় আশুতোষ পালকে মনোনীত করা হয়, ও সহ-সভাপতি হিসেবে মোঃ আজির মিয়া ও প্রণব সূত্রধর, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে , আব্দুল মুনিম হোসেন, সহ সম্পাদক হিসেবে, দীপেন দেব ও প্রহেলী ভট্টাচার্য, কোষাধক্ষ হিসাবে অনিমেষ ভট্টাচার্য, অফিস সম্পাদক হিসেবে রাজু দেব এবং কার্যকরী সভাপতি হিসেবে মোঃ জামাল উদ্দিনকে মনোনীত করা হয়। এছাড়াও পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

তেলিয়ামুড়ায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন শান্তিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ মানের পরীক্ষা বুধবার থেকে শুরু হল। রাজ্যে অন্যান্য অংশের ন্যায় তেলিয়ামুড়াতেও তিনটি সেন্টারে দ্বাদশ মানের পরীক্ষা শুরু হয় বুধবার দুপুর বারোটা থেকে ।তেলিয়ামুড়ার তিনটি সেন্টার হল কবি নজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, এবং তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। এই তিনটি সেন্টারের পরিচালন কমিটির সম্পাদক অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক প্রণয় দেববর্মা জানান কবি নজরুল বিদ্যাভবনে মোট পরীক্ষার্থী ৩২৮ জন, এরমধ্যে ১৬১ জন ছাত্র এবং ১৬৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। অন্যদিকে বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সেন্টারে মোট পরীক্ষার্থী ১৭১জন, এরমধ্যে ৮৫ জন ছাত্র এবং ৮৬ জন ছাত্রী রয়েছে। অপরদিকে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সেন্টারে মোট পরীক্ষার্থী ৫২১ জন, এরমধ্যে ২৪০ জন ছাত্র এবং ২৮১ জন ছাত্রী রয়েছে। তিনি আড়ো জানান এই তিনটি সেন্টারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০২০ জন। এরমধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৪৮৬ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫৩৪ জন। তবে বুধবার দুপুর বারোটা থেকে তিনটি সেন্টারে দ্বাদশ মানের পরীক্ষা শুরু হলেও সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা নেই। বুধবার ছিল দ্বাদশ মানে ইংরেজি বিষয়ক পরীক্ষা। বুধবার থেকে খোয়াইয়ের ছয়টি ভেন্যুতে শুরু হল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার থেকে খোয়াই এর সাতটি ভেনুতে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা গ্রহণের সময় সকল ধরনের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষায় খোয়াইয়ের ছয়টি ভেন্যুতে ১৬৫৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। অপরদিকে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ৪টি স্কুলের ৩৫৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে ।খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে নয়টি স্কুলের ৫২৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। লালছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় তিনটি স্কুলের ১৭৯ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। জাম্বুরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় দুটি স্কুলের ১৫৩ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। তুলাশিখড় রাজনগর ছছ স্কুলে একটি স্কুলের ৩০১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। গণকি ছছ স্কুলে দুইটি স্কুলের ১৪৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। এই বিষয়ে জানান দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ রায়।

গাড়ির পেছনে টেনে কুকুরকে নৃশংস হত্যা, চালক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। চলন্ত গাড়ির পেছনে কুকুরছানাতে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে মর্মাহত করেছে রাজ্যবাসীকে। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককে। চলন্ত গাড়ির পেছনে কুকুরছানাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে মর্মাহত করেছে রাজ্যবাসীকে। প্রকাশিত হয়েছে খবর। এ রোমহর্ষক ঘটনাটি লক্ষ্য করা গেছে দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে। একটি ম্যাক্স গাড়ির পেছনে অবলা প্রাণীটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা হয়তো রাজ্যে বিরল। টি আর ০৩ - ৩৭৩১ নাম্বার ম্যাক্স চালক গাড়ির পেছনে দড়ি বেঁধে একটি জীবন্ত সারমেয় হত্যা করল। এরকম মর্মাহত দৃশ্য দেখতে পেয়ে জাতীয় সড়কের উপর পথ চলতি পশুপ্রেমীরা হতবাক হয়ে যায়। সাব্রুমের শহরের বিশাল সিং নামে এক পশুপ্রেমী আগরতলা থেকে সাব্রুমে যাওয়ার সময় জোলাইবাড়ী পিলাক রাস্তার কিছু পথ আগে দেখতে পায় এই মর্মদৃশ্যটি। এই মর্মদৃশ্যটি বিশালের কোন প্রকার সহ্য করতে না পেরে সাহসিকতা দেখিয়ে ম্যাক্স গাড়িটি থামিয়ে চালকের সাথে কথা বলেন কেন সারমেয়টিকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চালক প্রতি উত্তরে বলেন এটা তার ইচ্ছে। তারপর ম্যাক্স গাড়ি চালকটি দ্রুত গতিতে কলাছড়া বাজার পর্যন্ত এসে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। খবরটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই পশুপ্রেমীরা থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ মূলে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে চালককে। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ এবহং এই ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রোটেম স্পিকার হিসাবে বুধবার বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাসকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য্য। (ছবি নিজস্ব)

প্যারাডাইস চৌমুহনীতে নারী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। হাজার হাজার মেয়ের সম্মান আজ লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। পাশবিক লালসার শিকার। কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এবং সরকারের কোন ভূমিকা নেই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী রমা দাস। বুধবার প্যারাডাইস চৌমুহনি এলাকায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত সভায় তিনি আরো বলেন নির্বাচনের সময় রাজ্যে চার শতাধিকের কাছাকাছি মহিলা পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে নারীদের অধিকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ পেলেন রমা দাস।

বিশালগড়ের ৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের জন্য প্রশান্ত নিলয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ মার্চ।। বিশালগড়ের ৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকরা যেন বসতে পারে তার জন্য প্রশান্ত নিলয়ের ব্যবস্থা করলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। এই প্রশান্তি নিলয়ে অভিভাবকরা যেন বসতে পারে তার জন্য চেয়ার এবং জলপানের জন্য জল ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হয়।

বুধবার থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রে ছেলে মেয়েদের নিয়ে আশা অভিভাবকদের যেন কোন ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশাল বিধানসভা কেন্দ্রের বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, এবং করইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রশান্তি নিলয়ের ব্যবস্থা করেন। এই প্রশান্তি নিলয়ে অভিভাবকরা যেন বসতে পারে তার জন্য চেয়ার এবং জলপানের জন্য জল ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রশান্তি নিলয়ের ব্যবস্থা করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি এইদিন তিনটি প্রশান্তি নিলয় পরিদর্শন করেন। এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন। অভিভাবকরা এইদিন এলাকার বিধায়ককে কাছে পেয়ে খুশি হয়ে যান। বিধায়ক সুশান্ত দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বুধবার থেকে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। বিশালগড়ের তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকরা যেন বসতে পারে তার জন্য বসার ও জল পানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান অভিভাবকদের যেন কোন ধরনের অসুবিধা না হয় তার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।